ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 June, 2024 ■ আগরতলা ৯ জুন ২০২৪ ইং ■ ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ মোদীর শপথ

সেজে উঠেছে দিল্লি, বিদেশি নেতৃত্বের আগমন

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.) ।। টানা তৃতীয়বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে নতুন দিল্লিতে এখন সাজো সাজো রব। আগামীকাল সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর মন্ত্রীসভার অন্য সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই দিল্লি এসে পৌঁছেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী টেলিফোনে শেখ হাসিনাকে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের পর মোদীকে শুভেচ্ছা জানানো বিদেশি নেতৃত্বের মধ্যে শেখ হাসিনা প্রথম সারিতে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মইজ্জুকে, তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছেন। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে দিল্লির আকাশে আকাশযান ওড়ানো নিষিদ্ধ করেছে দিল্লি পুলিশ। ৯ ও ১০ জুন এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

দিল্লির দ্বারকায় নতুন ত্রিপুরা ভবনের জমি পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। শনিবার নতুন দিল্লীর দ্বারকার সেক্টর-১৭'তে ত্রিপুরা ভবনের জন্য বরাদ্দকৃত জমি পরিদর্শন করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৭ মার্চ দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি ত্রিপুরা ভবনের জন্য ২,৯৩০ বর্গ মিটার জমি হস্তান্তর করে। আগামী কিছু দিনের মধ্যেই নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে। মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত আধিকারিকদের ভবন নিমাণে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

রামোজি গ্রুপের প্রধান রামোজি রাওয়ের প্রয়াণে রাজ্যপালের শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ রামোজি গ্রুপের প্রধান রামোজি রাওয়ের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোকবার্তায় রাজ্যপাল বলেন, 'রামোজি রাওয়ের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। তিনি ৮৮ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। রামোজি রাও ১৯৩৬ সালের ১৬ নভেম্বর কৃষ্ণা জেলার পেদাপারুপুদিতে জন্মগ্রহণ করেন। আমার সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। আমি মালাকপেটো বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক থাকাকালীন রামোজি রাওয়ের সাথে প্রায়শই দেখা করতাম। রামোজি রাও মালাকপেটা অঞ্চলে রামোজি ফিল্মসিটি স্থাপনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রয়াণ বিরাট ক্ষতি।' শোকবার্তায় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু রামোজি রাওয়ের মৃত্যুতে তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানান ও রামোজি রাওয়ের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। অটো উল্টে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। গতকাল রাতে ওই ঘটনায় রানীরবাজার এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কিন্তু মৃতের মায়ের দাবি, ছেলেকে খুন করা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে অটো চালকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হবে বলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ লাইন সারাইয়ে যুক্ত কর্মীরা কর্মবিরতীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের সময় ধার্য করা, মজুরি বৃদ্ধি, কাজের নিরাপত্তা দেওয়া সহ একাধিক দাবিতে সরব হয়েছেন বিদ্যুৎ লাইন সারাইয়ের কাজে যুক্ত কর্মীরা এবং গাড়ি চালকরা। আজ তাঁরা কর্মবিরতী করে ভূতুরিয়া বিদ্যুৎ নিগমের অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

জনৈক বিদ্যুৎ কর্মী জানিয়েছেন, গত তিন বছর যাবৎ ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের সহযোগী সংস্থা ভিশন প্লাসের অধীনে প্রায় দেড়শ জন লাইনম্যান ও গাড়ির চালক কাজে নিযুক্ত আছেন। বিদ্যুৎ দফতর থেকে বলা হয়েছিল তাঁদের প্রতিবছর বেতন বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি হয়নি। বর্তমানে লাইনম্যানদের ১০ হাজার ৫০০ টাকা এবং গাড়ির চালকদের ৭৭০০ টাকা বেতন প্রদান করা হচ্ছে। এই নূন্যতম বেতনে তাঁদের সংসার চালাতে হচ্ছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, তাদেরকে দিনে আট ঘন্টার বদলে ১২ ঘন্টা ডিউটি করানো হচ্ছে। ফলে আজ বাধ্য হয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর শপথ সমারোহে অংশ নিতে আজ নয়াদিল্লিতে এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানানো হয়েছে।

সীমান্ত নিরাপত্তা খতিয়ে দেখলেন বিএসএফ-র এডিজি গান্ধী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। আজ শালবাগানস্থিত বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের সদর দপ্তর পরিদর্শনে গিয়েছেন এডিজি বিএসএফ (ইস্টার্ন কমান্ড) রবি গান্ধী। এদিন তিনি বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন প্রশাসনিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এদিন এডিজিকে স্বাগত জানিয়েছেন আইজি এস প্যাটেল পীযূষ পুরুষোত্তম দাস, আইপিএস এবং অন্যান্য সিনিয়র অফিসাররা। এদিন আইজি প্যাটেল পীযূষ পুরুষোত্তম দাস এডিজিকে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। পাশাপাশি সীমান্তে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যবস্থাপনার সম্পর্কে অবহিত করেন।

পর্বতী সময়ে এডিজি মুখ্য সচিব, আইএএস, জিতেন্দ্র কুমার সিনহা এবং ত্রিপুরা পুলিশের ডিজিপি অমিতাভ রঞ্জন সাথে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে রাজ্যের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

তারপর তিনি বিওপি ইয়াকুবনগর ও লাঠিয়াপুরা পরিদর্শন করেন। যেখানে কমান্ড্যান্টরা তাকে অপারেশনাল প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি এলসিএস মনুঘাট ও রঙ্গনা পরিদর্শন করেন এবং এর কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন।তাঁর সফরকালে বিএসএফের পত্নী কল্যাণ সমিতি (বিডব্লিউডব্লিউএ) সভাপতি ডাঃ প্রেমা গান্ধী ছিলেন। তিনি কম্পোজিট হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং রোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি ত্রিপুরা সীমান্তের মহিলাদের সাথেও যোগাযোগ করেছিলেন।

নিট পরীক্ষা নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ।। ডাক্তারি পড়াশোনায় স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য নিট (ইউজি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ৬টি কেন্দ্রে বিতরণ নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতা এবং সময়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে নম্বর দেওয়া নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তার তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)উ নয়াদিল্লিতে শনিবার এনটিএ'র মহানির্দেশক সুবোধ কুমার সিং সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন, অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে গোটা পরীক্ষা পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো ঘটনা কোথাও ঘটেনি। ৬ টি কেন্দ্রে ১৬০০ জন পরীক্ষার্থীকে ভুল প্রশ্নপত্র দেওয়ায় যে সময় নষ্ট হয়েছে, তাতে তাদের কোনো ক্ষতি হবে নাউ তবে তাদের সময় নষ্ট হওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত করবে কমিটি।

গত ৫ মে ২০২৪ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) ৫৭১টি শহরের ৪৭৫০টি কেন্দ্রে নিট(ইউজি)'র পরীক্ষা নিয়েছিলউ এর মধ্যে বিদেশেরও ১৪টি শহর আছেউ ২০১৯ সালের মে মাস থেকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষে এই নিট (ইউজি)'র পরীক্ষা নিয়ে থাকে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিউ দেশজুড়ে সমস্ত মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক স্তরের সমস্ত মেডিকেল পাঠক্রমে (এমবিবিএস, বিডিএস ইত্যাদি) ভর্তির ক্ষেত্রে যাতে এক অভিন্ন প্রবেশিকা ও যোগ্যতা পরীক্ষা হয়, তার জন্য এই পদ্ধতি।

২০২৪ সালের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় গত ৪ জুনউ এই ফলাফল ঘোষণার পর কিছু বিষয় সামনে আসেউ যেমন অপ্রত্যাশিত কাট-অফ মার্কস, ক্ষতিপূরণ নম্বর, সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ছাত্রদের সংখ্যা ইত্যাদিউ তাছাড়া লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে ফল প্রকাশ করা নিয়েও আলোচনা উঠেছে। এনিয়ে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) শনিবার বলেছে, প্রথমে ১৪ জুন এই ফল প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিলউ কিন্তু সমস্ত প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া ৪ জুনের মধ্যেই হয়ে যাওয়ায়, দেরী করতে না চেয়ে আগে আগেই ফল ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া এনটিএ প্রতি বছর ফল ঘোষণার সময়কে আরও উন্নত করার চেষ্টা করে চলেছে। আর কাট-অফ মার্কস সবসময় পরীক্ষার্থীদের আপেক্ষিক দক্ষতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়উ এই বছর ৬৭ জন পরীক্ষার্থী ফুল মার্কস পেয়েছে, অর্থাৎ ৭২০ এর মধ্যে ৭২০ই পেয়েছে।

অন্যদিকে পরীক্ষায় সময় নষ্ট হওয়া নিয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা, দিল্লি এবং ছত্তিসগড় হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল হয়। পরীক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, তারা প্রথমে ভুল প্রশ্নপত্র বিতরণ হওয়ার জন্য এবং কিছু ক্ষেত্রে ছেঁড়া ওএমআর পত্র বিতরণ হওয়ার ফলে পরীক্ষার সম্পূর্ণ সময় (৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট) তারা পাননি।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি'র চাকরি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, বাতিল আগামীকালের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। এডিসি প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত ১১০টি পদে চাকরি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় আপাতত পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল এডিসি প্রশাসন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে করে একথা জানিয়েছেন এডিসি প্রশাসনের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সি কে জমাতিয়া। এ বিষয়ে পূর্ব আগরতলা থানায় মামলা করা হবে।

এদিকে সামাজিক মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

টিটিএএডিসি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সি.কে জমাতিয়া বলেন, এডিসির অন্তর্গত সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার পদে ১১০টি শূন্য পদ পুরণ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। চাকুরী দেওয়ার জন্য প্রায় ২৬ হাজার ছাত্র ছাত্রীদের আবেদন জমা পড়েছিল।পরীক্ষার জনঢ় বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। সেই বোর্ড এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সবকিছু দেখছে। রাজ্যের ৭১ টি স্থানে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী ১১০ টি শূন্যপদ পূরণের জন্য রবিবার বেলা সাড়ে বারোটা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরীক্ষা নেওয়ার ২৪ ঘন্টা আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। তাই আপাতত চাকরী পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময় নতুন করে পরীক্ষার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলের কুয়ো পরিষ্কার করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ৩ শ্রমিকের, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। স্কুলের পরিত্যক্ত কুয়ো পরিষ্কার করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু তিনজন ব্যক্তির। ধনপুর বিধানসভার অন্তর্গত দক্ষিণ তৈবান্দাল নেউড়ামুড়া এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দমকলকর্মীরা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।এদিকে তাঁদের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা এবং তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে দক্ষিণ তৈবান্দাল নেউড়ামুড়া স্কুলে কাজ করতে গিয়েছিলেন অশোক কুমার ত্রিপুরা,শম্ভুকুমার দেববর্মা, শুক্রমনি মুড়াসিং। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাদের পরিত্যক্ত কুয়ো পরিষ্কার করতে বলেছিলেন। কুয়ো পরিষ্কার করার সময় তাঁদের মধ্যে এক জলে ডুবে যায়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আরও দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। স্কুলের অন্যান্যরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছে। দমকলকর্মীরা কুয়ো থেকে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। এদিন সামাজিক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ২৩৭ ◻ ৯ জুন ২০২৪ ইং◻ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ◻ রবিবার ◻১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বামেদের অবস্থান শোচনীয়

দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বামপন্থীরা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িতেছে। যেসব রাজ্যে বামেরা লোকসভা নির্বাচনে আসন পাইবে বলিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিল সেসব রাজ্যের গণদেবতারাও বামেদের নির্বাচিত করেননি। স্বাভাবিক কারণেই গণদেবতাদের রায় মাথা পাতিয়া মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে বামেরা। রাজনৈতিক ধারা এভাবেই চলিতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে বামেদের অবস্থান আরো শোচনীয় আকার ধারণ করিবে বলিয়া রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল মনে করিতেছেন। এবারের লোকসভা নির্বাচনেও কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটের শরিক সি পি এম, সি পি আই সহ বামপন্থী ও কমিউনিষ্ট দলগুলো ২০০৯ সাল থেকে চলমান তাহাদের সংসদীয় রাজনীতিতে বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে ঘুরিয়া দাড়াগতে ব্যর্থ হইলেন।পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেরালায় এবার বামপন্থী দলগুলির কাছে ঘুরিয়া দাঁড়ানোর জোরালো সম্ভাবনার কথা ভাসিয়ে দেওয়া হইলেও যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল সিপিএম, সি পি আই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের মত কমিউনিষ্ট ও বামপন্থী দলগুলি। ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে জনসমর্থন পাইতে মরিয়া বামজোট কংগ্রেসের হাত ধরিয়া সামান্য জন সমর্থন ফেরত পাইলে লোকসভা নির্বাচনে দাগই কাটিতে পারেনি। বামপন্থী ১০/১২ আসন জিতিবে, ২০-২৫ শতাংশ জনসমর্থন পাইবে এমন আশায় থাকগলেও তাহাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি। পূর্ব-ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ভাল লড়াই লড়িলেও আসন জয়ে অধরাই থেকে গেল সি পি এম।

কেরালাতে ইন্ডিয়া জোট শরিকদের অভ্যন্তরীণ বন্ধুত্বপূর্ণ গড়াপেটা ম্যাচেও কংগ্রেসের ইউ ডি এফ জোটের কাছে হার স্বীকার করিতে হইল বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে। কংগ্রেসের ইউ ডি এফ জোট ১৮, বাম-গণতান্ত্রিক জোট-১ আসন পাইয়াছে। তবে কেরালায় তৃতীয় শক্তি হিসাবে বিজেপির জনসমর্থন ১৭ শতাংশে পৌঁছানো কংগ্রেস ও সি পি এম জোটের কাছে কার্যত হলুদ সংকেত বার্তা বলিয়াই মনে করা হইতেছে।অসমের বড়পেটা, রাজস্থানের শিকারের মত আসন সি পি এম জিততে চলিতেছে এমন আশাও বাস্তবায়িত হইল না। একমাত্র তামিলনাডুতে ডি এম কে সুপ্রিমো স্তালিনের সৌজন্যে সি পি এম, সি পি আই ২টি আসনে জয়ী হইয়াছেন বামেরা দুই অঙ্কে পৌঁছাইবে বলিয়াই আশায় ছিলেন নেতারা। যা কার্যত বাস্তবায়িত হইল না।

দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকতে দেরি, গরমের দহনজ্বালায় নাস্তানাবুদ তিলোত্তমা

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.): সময়ের আগেই দেশে ও উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছিল বর্ষা। তবে নির্ধারিত সময়ে বর্ষা না-ও পৌঁছতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার আগমনে কয়েক দিন বিলম্ব হতে পারে বলেই মনে করছেন আবহবিদদের একাংশ। মনে করা হচ্ছে, আগামী ১০ জুনের বদলে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকতে পারে ১২ অথবা ১৩ জুন নাগাদ। এই মুহূর্তে বর্ষার জন্য আকুল তাপের দাপটে জর্জরিত দক্ষিণবঙ্গ।

ভ্যাপসা গরমে নাস্তানাবুদ মহানগরী তিলোত্তমাও, রোদের দাপটে জনজীবন বিপর্যস্ত দক্ষিণবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলায়। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান ও বীরভূমের মতো জেলাগুলিতে ভীষণ গরম। আপাতত এই গরম থেকে স্বস্তি মিলবে না। উল্টে তাপমাত্রার পারদ আরও চড়তে পারে। শনিবারই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৮ ডিগ্রি বেশি।

মাত্রাতিরিক্ত গরমে হাঁসফাঁস করছে দক্ষিণবঙ্গ। বাতাসে আর্দতার কারণে অস্বস্তিও বেশি। শনিবার সকাল থেকে গরমে পুড়ছে কলকাতাও। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও আগামী কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধমুখী থাকবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী দু'দিনে তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। উত্তরবঙ্গে অবশ্য বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছেই।

দিল্লি-পঞ্জাবে ফের তাপপ্রবাহের সতর্কতা, গরমে জ্বলবে বিহার ও ঝাড়খণ্ডও

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): রাজধানী দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ফের তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। পঞ্জাব, হরিয়ানা-চণ্ডীগড়-দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে ৯ জুন (রবিবার) তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় গরম বজায় থাকবে ১০ ও ১১ তারিখও।

আইএমডি জানিয়েছে, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অত্যধিক গরমের সম্ভাবনা রয়েছে, এছাড়াও জম্মুর সমতল, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা-চণ্ডীগড়-দিল্লি, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টা অত্যধিক গরম থাকবে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ৩-৪ দিন পূর্ব ভারত, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজ করবে। ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় তাপপ্রবাহ পরিস্থিতির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আগামী দু''দিনের মধ্যে পূর্ব ভারতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে।

কেন্দ্রে ফের সরকার গড়ছে এনডিএ, দিল্লিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): কেন্দ্রে আবারও সরকার গড়তে চলেছে এনডিএ। রবিবার সন্ধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন এনডিএ সংসদীয় দলের নেতা নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিট নাগাদ এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত হবে বর্ণাঢ্য শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। তার আগে দিল্লিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরাও শপথ নেবেন। শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবারই এনডিএ সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন মোদী। এরপর ওই দিনই তৃতীয়বার সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক দাবি জানাতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে যান তিনি।

ভারতের গ্রীষ্মও ছিল ইংরেজদের শত্রু

নিখিল সুর

এক বার ভেবে দেখো, নাচের সময় তোমার প্রিয় সঙ্গিনীর সাজগোজ প্রচণ্ড গরমে নষ্ট হতে বসেছে, তাঁর শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ছে, আর তুমি তাঁর কপালে ফুটে ওঠা মুক্তোর দানার মতো স্বেদবিন্দু মুছিয়ে দিচ্ছ তোমার মসলিন রুমাল দিয়ে কথাটা লিখেছিল একটা ইংরেজি পত্রিকা, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে।

যে সব সায়েব-মেম প্রথম ভারতে আসত, তাদের কোনও ধারণাই থাকত না এ দেশের গ্রীষ্মের চেহারা সম্পর্কে। তাই বজায় রাখতে সচেষ্ট হত তাদের বিলিতি চালচলন, পোশাক-আশাক। এ দেশের মাটিতে পা দিয়ে এখানকার মানুষের আচরণ, অভ্যেসগুলি তারা যে কেবল অবাক চোখে দেখত তা-ই নয়, অমার্জিত মনে করে এড়িয়েও চলত। অনেককে দেখা যেত, বিনা ছাতায় হেঁটে চলেছে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ উপেক্ষা করে। এই চূড়ান্ত বোকামির চরম মাশুল দিতে সময় লাগত না। দেখা যেত, অল্প দিনের মধ্যেই তাদের কেউ গোরস্থানেচলেছে পরিচিতজনের কাঁধে চেপে। সৌজন্যে সানস্ট্রোক, সর্দিগর্মি।

লর্ড ম্যাকার্টনে কলকাতায় এসে সায়েবদের পালকি ও ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত করতে দেখে মনে করেছিলেন, সেটা বাড়াবাড়ি বিলাসিতা। তাই নিজেই কিছু দিন রোদে-তাপে হাঁটাহাঁটি করলেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দেখা দিল ক্ষুধামান্দ্য, ঘন ঘন মাথা ধরা। এক দিন প্রবল জ্বর নিয়ে ফিরলেন কর্মস্থল থেকে। ডাক্তার বললেন, তিনি খুবই ভুল করেছেন রোদের মধ্যে পায়ে হেঁটে। হাজার যোজন দূরে থাকা, ভারতের গ্রীষ্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বিলেতের কর্মকর্তারা ফতোয়া জারি করেছিলেন, সিভিলিয়ানরা ঘোড়ায় সওয়ার হতে এবং পালকিতে চাপতে পারবেন না। এই নির্দেশে উদ্বিগ্ন হয়ে কলকাতার কাউন্সিল ১৭৫৫ সালের ৭ ডিসেম্বর তাঁদের কাছে আর্জি পেশ করল, অন্তত গ্রীষ্মকালটায় তাঁদের নির্দেশ মুলতুবি রাখা হোক। কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত বাতিল করেন এই হুকুম, সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পেরে।

বিলেত থেকে যে সব সায়েব প্রথম রওনা দিত ভারতে আসার জন্য, তাদের উদ্দেশে ১৮১০ সালে টমাস উইলিয়ামসন তাঁর 'ইস্ট ইন্ডিয়া ভাদে-মেকাম' গ্রন্থে লিখেছিলেন, চার ডজন সুতির জামা সঙ্গে নেওয়া দরকার। সুতির জামা ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অপরিহার্য। লিনেন এ দেশে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। আর টাই একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। সুতির জামার সঙ্গে নিতে হবে চার ডজন রুমাল। সেটা লিনেনের হতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে আরও চার ডজন সুতির রুমাল অপরিহার্য।

গ্রীষ্মকালে কলকাতার সায়েবরা সাধারণত দুপুরের পর দফতরে কাজকর্ম করত না। ১৭৫৪-তে একটি নির্দেশে বলা হয়েছিল, সিভিলিয়ানরা সকাল ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত দফতরে উপস্থিত থাকবে। পরবর্তী কালে কাজের চাপে বাতিল হয়ে যায় এই নিয়ম। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের মতো যাঁরা খুব সকালে বিছানা ছাড়তেন, তাঁরা দুপুরে 'ডিনার' সেরে দরজা-জানালা খোলা রেখে ঘণ্টা দুয়েক দিবানিদ্রা দিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিতেন গরমের ঠেলায়। বলে রাখা দরকার, আঠারো-উনিশ শতকে এ দেশের সায়েবরা 'ডিনার' সেরে ফেলত বেলা দুটো নাগাদ। এ কালের 'লাঞ্চ' শব্দটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না কোনও নথিতে। গ্রীষ্মের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পেতে সায়েবরা কিছু ব্যবস্থা করেছিল নিজেরাই। তারা খসখসের ব্যবহার শিখেছিল এ দেশে এসে। তবে সায়েবরাই যে এই বস্তুটি প্রথম ব্যবহার করে, এমনটা নয়। ১৬৬৫-তে বার্নিয়ে যে 'কাশ কান্য'-র কথা লিখেছিলেন, তা এক ধরনের খড়ের বাড়ি, যা আসলে সুগন্ধি শেকড়। সায়েবরা এই সুগন্ধি ঘাসের শেকড় দিয়ে তৈরি করা পর্দা গ্রীষ্মকালে জলে ভিজিয়ে টাঙিয়ে রাখত দরজায়। বাইরের বাতাস ঘরে এলে ঘরটা যেমন ঠান্ডা হত, তেমনি সুগন্ধে ভরে যেত ঘর।

কলকাতার গরমে সায়েব-মেমদের কিছুটা আরাম দিত টানা- পাখা। কলকাতায় ধনী- অভিজাত মহলে সাবেকি বড় বড় তালপাতার পাখার ব্যবহার থাকলেও সায়েবরা তা গ্রহণ করেনি। টানা-পাখার জন্ম কিন্তু এ দেশে নয়। বস্তুটি বিদেশি। শোনা যায়, এটি আবিষ্কার করেন খলিফা মনসুর (৭৫৩-৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ), তবে সুলতানি বা মোগল যুগে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাংলায় টানা-পাখার প্রচলন ঘটান সম্ভবত আঠারো শতকের শেষ দিকে চুঁচুড়ার ওলন্দাজরা। কলকাতায় এই পাখার ব্যবহার ১৭৮০-র আগে হয়নি বলেই মনে হয়। কারণ হেস্টিংস ও ফিলিপ ফ্রান্সিসের সন্দেহ ছিল টানা-পাখার কার্যকারিতা নিয়ে।

ভারতে ইংরেজ কর্মচারীদের ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করতে হত কাজের সুবাদে। গ্রীষ্মে তাদের কাছে অপরিহার্য ছিল শোলার টুপি। বিলিতি টুপি এ দেশের গরমে উপযুক্ত ছিল না। যারা এক বার শোলার টুপি ব্যবহার করত, তারা বুঝতে পারত, এ টুপি গ্রীষ্মের প্রখর রোদে মাথা বাঁচানোর পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপকরণ। যত দিন এর ব্যবহার সম্পর্কে সায়েবরা অনভিজ্ঞ ছিল, তারা নানা উপায়ে মাথাটা রক্ষা করত রোদের তাপ থেকে। ক্যাপ্টেন হার্ভে লিখেছেন, তিনি একটা খড়ের বিড়ে তৈরি করতেন প্রথমে। কপি অথবা কলাপাতা দিয়ে মাথা ঢেকে তার উপর চাপিয়ে দিতেন খড়ের বিড়েটা। যারা প্রথম বিলেত থেকে আসত, সঙ্গে আনত হেলমেটের মতো টুপি। কিন্তু ভারতের মাটিতে পা দিয়েই তারা এই মস্তকভূষণ ত্যাগ করে পরে নিত শোলার টুপি। অবশ্য, মহাবিদ্রোহের আগে এই টুপি চড়েনি সায়েবদের মাথায়।

গ্রীষ্মকালে ভারতে অনেক সায়েব কষ্ট পেত নিজেদের আঁটোসাঁটো পোশাক পরিহার করতে না পারার জন্য। শাসকের জাতি তারা, নেটিভদের মতো ঢিলেঢালা পোশাক পরলে তাদের ভাবমূর্তি মলিন হবে, এই ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে গ্রহণ করতে পারত না ভারতীয় পোশাক। সদ্য আগত মাদ্রাজের সায়েবদের চোখ ধাঁধানো পোশাক দেখে তাদের আগে ভারতে আসা বন্ধুবান্ধবরা ছুড়ে দিত বিদ্রূপ মন্তব্য। লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত কুঠির সায়েবরাও অভ্যস্ত ছিল বিলিতি পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে রাখতে। প্রচণ্ড গরমেও পরে থাকত ওয়েস্ট কোট ও ব্রিচেস। মাদ্রাজের এক জন আইনজীবীর ছিল একাশিটা ওয়েস্ট কোট। অথচ খোদ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের জীবন ছিল অনাড়ম্বর। রোজ ভোরে উঠতেন। স্নান করতেন ঠান্ডা জলে। বছরে দুটো সুটের অর্ডার করতেন এবং একটা ফ্রক-কোট। একেবারে সাদামাটা পোশাক পরে যখন পায়চারি করতেন বাগানে, নিজেকে মনে করতেন বড় সুখী মানুষ। অধিকাংশ সায়েবদের জীবনদর্শন ছিল, 'খাও-দাও, ফুর্তি করো'। সেই জীবনদর্শন ভারতের মাটিতে ছিল অচল। হেস্টিংস সে পথ মাড়াননি বলে তিরিশটা বছর দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছিলেন ভারতে। বেঁচেছিলেন পঁচাশি বছর।

১৮১০-এর দশক থেকেই সায়েবরা ভারতীয় পোশাকের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকেও কিছু বয়স্ক সায়েব গরমের কারণে দিনের বেলায় ভারতীয়দের মতো ঢিলেঢালা পোশাক পরে আরাম উপভোগ করতেন বারান্দায় বসে। কিন্তু সাহস করতেন না সেই পোশাক পরে বাইরে যেতে। অনেক সায়েব ঠেকে শিখেছিলেন গ্রীষ্মে নেটিভদের পোশাক পরতে। ভিক্টর জ্যাকুইমন্ট ১৮৩১-এর ১৪ মে বেশ বড়মুখ করে বলেছিলেন, ''আমি ইউরোপীয় পোশাক ও ইউরোপীয় আদব-কায়দা ধরে রেখেছি, কারণ ওগুলো সমীহ আদায় করতে পারে।'' কিন্তু মাত্র আড়াই মাস পরে, অগস্টের চার তারিখে বলতে বাধ্য হন, তিনি ইউরোপীয় পোশাক ত্যাগ করে পছন্দ করেছেন প্রাচ্যের পোশাক।

১৮৩৩-এর সেপ্টেম্বরে যে দিন কলকাতায় প্রথম বরফ আসে, সে দিনটা ছিল সায়েবদের কাছে একটা উৎসবের দিন। তবে সে বরফ বিলিতি ছিল না, ছিল আমেরিকান। বোস্টনবাসী মার্চেন্ট ফ্রেডরিক টিউডর ১৮৩৩-এর ১২ মে 'টাস্কানি' জাহাজে ভারতের জন্য রফতানি করেন ১৮০ টন বরফ। পথে অনেকটাই গলে যায়। জাহাজ আসে প্রথমে বোম্বাই বন্দরে। বন্দর কর্তৃপক্ষ রেহাই দেন আমদানি শুল্ক থেকে।

কৃষ্ণনগরে থাকার সময় স্যর উইলিয়াম জোন্স সুতির ঢিলেঢালা পোশাক পরতেন, বাঙালিদের মতো। থাকতেন কাঠ-খড় দিয়ে তৈরি একটা বাংলোয়। সাধারণ সায়েব-মেমরা এমন বাড়িতে থাকার কথা ভাবতেই পারত না। কলকাতার সায়েবদের বাড়িগুলো সুন্দর হলেও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী ছিল না। বরং সে তুলনায় বোম্বাইয়ের বাংলোগুলি ছিল অনেক বেশি আরামদায়ক। বোম্বাইয়ে বিলেত থেকে সদ্য আগত এক মেমসায়েব তাঁর স্বামীর বাংলো দেখে প্রথমে হতাশ হয়েছিলেন। একতলা লম্বা একটা বাড়ি। খড়ের ছাউনি। মনে হয়েছিল ইংল্যান্ডের কোনও গোয়ালঘর। কিন্তু ভিতরে ঢুকে মুগ্ধ নাহয়ে পারেননি।

ভারতে গ্রীষ্মের তাপের প্রভাবে মেমসায়েবরা বদলাতে বাধ্য হন বিলিতি পোশাক। ভারতে আসার আগে গাইড-বুক পড়ে ভারতে আসার সময় ভিক্টোরীয় জবড়জং রেশম ও ভেলভেটের বদলে সঙ্গে নিতেন সুতি ও মসলিনের পোশাক। অবশ্য ভুলে যেতেন না নাচের জন্য বিশাল ও ভারী বল-গাউন সঙ্গে নিতে। কিন্তু ভারতে এসে গ্রীষ্মকালে সে পোশাক পড়ে থাকত অবহেলায়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়িতে পরে থাকতেন কেবল শেমিজ ও পেটিকোট। ভারতে আসার পর গ্রীষ্মকালেও তাদের বিভিন্ন কারণে যেতে হত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। রেল চালু হওয়ার আগে ভ্রমণের জন্য চাপতে হত ঘোড়া অথবা 'পনি' টানা গাড়িতে। অনেক সময় যাত্রা বিঘ্নিত হত প্রচণ্ড দাবদাহে পশুগুলো আর গাড়ি টানতে না পারলে। রেল চালু হলেও খুব একটা সুরাহা হয়নি মেমসায়েবদের। গ্রীষ্মকালে রেল ভ্রমণের সময় তারা জলে ভেজানো রুমাল দিয়ে জড়িয়ে রাখত মাথাটা। রেল চলাকালীন গরম বাতাসে মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। তাই রেল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক স্টেশনে মজুত রাখত কফিন। ভারতে আসার আগে মেমসায়েবরা এ দেশের 'লু'-এর কথা শুনেছিলেন শুধু। এ দেশে পা দিয়ে উপলব্ধি করেন, তাঁরা যেন প্রবেশকরেছেন অগ্নিকুণ্ডে।

১৮৩৩-এর সেপ্টেম্বরে যে দিন কলকাতায় প্রথম বরফ আসে, সে দিনটা ছিল সায়েবদের কাছে একটা উৎসবের দিন। তবে সে বরফ বিলিতি ছিল না, ছিল আমেরিকান। বোস্টনবাসী মার্চেন্ট ফ্রেডরিক টিউডর ১৮৩৩-এর ১২ মে 'টাস্কানি' জাহাজে ভারতের জন্য রফতানি করেন ১৮০ টন বরফ। পথে অনেকটাই গলে যায়। জাহাজ আসে প্রথমে বোম্বাই বন্দরে। বন্দর কর্তৃপক্ষ রেহাই দেন আমদানি শুল্ক থেকে। কলকাতায় সায়েবদের যখন জানানো হয় চল্লিশ টন বরফ নিয়ে একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে কলকাতার দিকে, উত্তেজনায় ভেসে গিয়েছিল কলকাতার সায়েব-মেমরা। 'টাস্কানি' জাহাজের ক্যাপ্টেন রোজারকে গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক সম্মানিত করেছিলেন একটা সুন্দর ফুলদানি উপহার দিয়ে।

ইংরেজরা তাদের রীতিনীতি সম্পর্কে এতটাই রক্ষণশীল ছিল যে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও বদলাতে চাইত না সে সব রীতিনীতি, সেটা অস্বস্তির কারণ জেনেও। শীতের দেশের মানুষ যে হেতু, তাই নিয়মিত স্নানের অভ্যেস ছিল না অনেকেরই। এ দেশে এসেও বজায় রাখার চেষ্টা করতেন সেই অভ্যেস। শেষ পর্যন্ত ১৮০৬-এ মাদ্রাজের ইউরোপীয় হাসপাতালের সার্জেন নিয়মিত স্নানের উপকারিতা সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করলে মাদ্রাজে সায়েবদের সমস্ত হাসপাতালে শাওয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৩০-এর মধ্যে দেখা যায়, সব বাংলোতে রয়েছে শোবার ঘর সংলগ্ন বাথরুম। ১৮৪৩-এ এক অজ্ঞাতনামা 'গ্রিফিন' (ভারতে নবাগত সায়েব) লিখেছিলেন, যে সব গরিব সায়েবদের সঙ্গতি ছিল না গ্রীষ্মকালে কোনও শৈলাবাসে যাওয়ার, তারা প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে মুক্তি পেতে বাধ্য হয়ে মাঝরাতে স্নান করতঠান্ডা জলে।

তাপপ্রবাহ কেবল এ কালের দুশ্চিন্তার বিষয় নয়, সে কালেও তা কম মারাত্মক ছিল না। থিয়ন উইলকিনসন লিখেছেন, সানস্ট্রোক বা সর্দিগর্মিতে সায়েবদের মৃত্যুর ঘটনা খুব বিরল ছিল না। মাদ্রাজের গভর্নর লর্ড পিগট ১৭৭৭-এ মারা যান তাপপ্রবাহে। ১৮৫৭-তে কানপুরে স্যর জি পার্কার শিকার হন সর্দিগর্মির। সেনাদের প্যারেড করানো হত দুপুর নাগাদ। কিন্তু চড়া রোদে প্যারেড করালে বিপদের আশঙ্কায় প্যারেডের সময় পরিবর্তন করে সকালকে বেছে নেওয়া হয়। পুরনোপন্থী এক কর্নেল এই পরিবর্তন অনুমোদন না করে তাঁর রেজিমেন্টকে হুকুম করেন ভরদুপুরে প্যারেড করার। ১৮৫৫ সালের জুলাই মাসে এক জন সেনা তাঁর বাবাকে লিখেছিলেন, ''বদ্ধ উন্মাদ কর্নেল আমাদের দুপুরের পরে প্যারেড করার অর্ডার দিয়েছেন। অথচ অন্যান্য রেজিমেন্টের প্যারেডের ব্যবস্থা হয়েছে সকালে।'' গ্রীষ্মের সময় সেনা ও অফিসারদের অনেক ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়ে মার্চ করতে হত কয়েকশো মাইল। তার মাশুল দিতে হত অনেক সময়। এক জন কম্যান্ডিং অফিসার শোকে কাতর হয়েছিলেন, ''অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমি ক্যাপ্টেন জেমস ক্রফোর্ডকে হারিয়েছি মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে। তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রচণ্ড জ্বরে।''

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থবান, সম্ভ্রান্ত সায়েবরা গ্রীষ্মের হাত থেকে রক্ষা পেতে চলে যেতেন শিমলা, দার্জিলিং-এর মতো শৈলশহরে। ব্রিটিশ ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে শিমলা সেজে উঠেছিল বিলিতি কায়দায়। কারণ ইংরেজরা সমতলের গ্রীষ্মের সঙ্গে পেরে উঠতে পারেনি। শিমলাকে ইংরেজরা আদর করে নাম দিয়েছিল 'ছোট বিলেত'। ১৮৬৪-তে শিমলা সরকারি ভাবে ব্রিটিশ ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ঘোষিত হওয়ার পর কয়েক দশকের মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার ইংরেজ চলে যায় শিমলায়, কেবল গ্রীষ্মের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য।

গ্রীষ্মের কবল থেকে রক্ষা পাওয়াই কেবল সায়েবদের সমস্যা ছিল না। রামের দোসর সুগ্রীবের মতো গ্রীষ্মের দোসর ছিল শতেক রোগ। সায়েবদের তুলনায় মেমসায়েবরা সাধারণত এই সমস্যা থেকে কিছুটা মুক্ত ছিলেন। কারণ, সায়েবদের মতো তাঁদের প্রয়োজন হত না বাইরে রোদে-তাপে বেরোনোর। ফিলিপ ফ্রান্সিস এক চিঠিতে লিখেছিলেন, ''পেটের গন্ডগোলে আমি বিপর্যস্ত। আমার ধারণা, আসল শয়তানটা হল এখানকার গরম।''

১৬৭৩-এ ভারতে আগত এক বিদেশি পর্যটক মন্তব্য করেছিলেন, ভারতে এক-একটা ঋতুকে শাসন করে এক-একটা রোগ, যেমন গ্রীষ্মকালে কলেরা। কলেরার কাছে সে কালের সায়েবরা ছিল অসহায়। তাদের সমাধিক্ষেত্রে গেলে প্রমাণ পাওয়া যায় এ কথার। মেজর হেনরি ডিবিউডের পত্নীর সমাধিতে লেখা ছিল, ''ভারতে ফিরে আসার দু'মাসের মধ্যে জেন অ্যানের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৪১-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি কলেরার আক্রমণে, মধ্যরাতের আগেই আচম্বিতে মৃত্যু ডেকে আনত কলেরা।'' ১৮৫১-তে রওলিনস তাঁর বাবাকে লিখেছিলেন, ''আমি সবেমাত্র ফিরছি কুমারী ফেডরিংটনকে সমাধিস্থ করে। বেচারা অসুস্থ ছিল মাত্র ছ'ঘণ্টা। বৃহস্পতিবারে সে বল-এ নেচেছিল আমার সঙ্গে। কী উচ্ছল, প্রাণবন্ত সে দিন দেখেছিলাম তাকে। আর এক দিন পরই শনিবারে সে চলে গেল কলেরায়। কী ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত জীবন এই ভারতে।'' বস্তুত, আঠারো এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারত ছিল সায়েব-মেমদের গোরস্থান।

আলেকজান্ডার হ্যামিলটন, শ্রীমতী কিন্ডার্সলি প্রমুখ সকলেই আঠারো শতকে কলকাতায় সায়েবপাড়ায় ব্যাপক হারে অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী করেছেন শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও জলহাওয়াকে। উনিশ শতকেও মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত ছিল। ১৮১৪ থেকে ১৮৩৩, এই কুড়ি বছরে পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানে গোর দেওয়া হয়েছিল ২৬৭৫ জন সায়েবকে। তাদের মধ্যে ১১৫২ জনের বয়স ছিল একুশ থেকে তিরিশের মধ্যে। তবে এই ব্যাপক হারে মৃত্যুর জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল সায়েবদের জীবন-যাপনের পদ্ধতি। ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তারা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের ক্ষেত্রে ছিল চরম অসংযত। এ দেশের এই উৎকট গরমে তারা গোগ্রাসে প্রচুর পরিমাণে গোমাংস, ভেড়ার মাংস এবং শূকরের মাংস গ্রহণ করত। রাজস্থান এবং মধ্য ভারতে সায়েবরা ডিনারে খেত মাখনে মুরগি সেদ্ধ করে, তার মধ্যে মশলা, কিসমিস ও বাদাম পুরে আমের আচার দিয়ে। রবিবারে রান্না হত হরিণ, ময়ূর ও খরগোশের মাংস। পরিমাণে বিপুল। পান করত পারস্য থেকে আমদানি করা সিরাজ ও আরক। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ে খুব অবাক হয়েছিলেন ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সায়েবদের খাবার ও আরক পানের বহর দেখে। প্রবল গ্রীষ্মে আরক-পান ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই বেহিসেবি ভোজন ও মদ্যপানের খেসারত হিসেবেও দিতে হত প্রাণ।

১৮০৫-এ লেখক হ্যাডলে দুটো ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যেখানে দু'জনের মৃত্যু হয়েছিল প্রচণ্ড গরমে অতিরিক্ত পরিমাণ ভোজন ও পান করার পর।

কেউ মারা গেলে সাধারণত চেষ্টা করা হত শবদেহ রাতে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দুটো কারণে দিনের রোদের তাপ এড়ানো এবং শবযাত্রা মেমসায়েবদের দৃষ্টির আড়াল করা। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে সায়েব-মেমদের মৃত্যু এমনই নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, কোনও মৃত্যুই আর তেমন আঘাত দিত না চেতনাকে। ১৮২৬-এর ২৭ জুলাই লেডি ওয়েস্ট বোম্বাইয়ে থাকার সময় লিখেছিলেন, ''এখানে যে দিন কেউ মারা যায়, পরদিন তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তৃতীয় দিনে বিক্রি করে দেওয়া হয় তার আসবাবপত্র। চতুর্থ দিনে সকলে ভুলে যায় তাকে।''

কলকাতার গ্রীষ্মে কাহিল হওয়ার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে অ্যাটকিনসন কলকাতার এক অকল্পিত ছবি এঁকেছিলেন তাঁর কবিতায় ''কলকাতা! তুমি কেমন ছিলে তখন?/ প্রচণ্ড দাবদাহে দিবাভাগে দহনের আঁচ/ তারাখচিত রাতে উপচে পড়া আর্দতা, বিছানায় অস্থিরতা;/ সন্ধের পর্যটকরা সকালে নিথর।'' আঠারো-উনিশ শতকে কলকাতা সায়েবদের দিয়েছে যেমন, নিয়েছেও তেমনই তাঁদের কাছ থেকে। কলকাতার এ নেওয়া বড় নির্মম। বড় মর্মান্তিক। গ্রীষ্মে কলকাতা ভয়ঙ্কর হয়ে মৃত্যুর থাবা বসিয়ছিল অনেক সায়েবের জীবনে। যারা মৃত্যুর সঙ্কেত পেয়ে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিল তড়িঘড়ি, তারা অনেকেই মাটি নিয়েছিল সেখানে। ভারতে অদৃশ্য শত্রু গ্রীষ্মের কাছে হার মেনে ভারতকে তারা অভিশাপ দিয়েছিল কি না, সে কথা লেখা নেই ইতিহাসে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাময়িকভাবে বাতিল ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে মিতালি এক্সপ্রেস

দুটি সামার স্পেশাল ট্রেনের সময়সীমা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ০৮ জুন, ২০২৪: বাংলাদেশে ঈদ উৎসব পালনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে আলোচনা করে ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে ট্রেন নং. ১৩১৩২/১৩১৩১ (নিউ জলপাইগুড়ি-ঢাকা-নিউ জলপাইগুড়ি) মিতালি এক্সপ্রেসের পরিষেবা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন নং. ০৬২২১/০৬২২২ (মাইসোর-মুজাফফরপুর-মাইসোর)-এর পরিষেবা দুই ট্রিপের জন্য এবং ট্রেন নং. ০১৬৬৫/০১৬৬৬ (রানি কমলাপতি-আগরতলা-রানি কমলাপতি)-এর পরিষেবা যথাক্রমে উভয় দিক থেকে ছাব্বিশটি ট্রিপের জন্য অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময়সূচি ও স্টপেজের সাথে চলাচল করবে।

সেই অনুযায়ী, ১২, ১৬ ও ১৯ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৩২ (নিউ জলপাইগুড়ি-ঢাকা) মিতালি এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ১৩, ১৭ ও ২০ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৩১ (ঢাকা-নিউ জলপাইগুড়ি) মিতালি এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। বাংলাদেশে ঈদ উৎসবের পরে পুনরায় মিতালি এক্সপ্রেসের স্বাভাবিক পরিষেবা চালু হবে।

ট্রেন নং. ০৬২২১ (মাইসোর-মুজাফফরপুর) স্পেশালের পরিষেবা ১৭ জুন থেকে ২৪ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরত যাত্রার সময় ০৬২২২ (মুজাফফরপুর-মাইসোর) স্পেশালের পরিষেবা ২০ জুন থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

একইভাবে ট্রেন নং. ০১৬৬৫ (রানি কমলাপতি-আগরতলা) সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস স্পেশালের পরিষেবা ২৭ জুন থেকে ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০১৬৬৬ (আগরতলা-রানি কমলাপতি) সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস স্পেশালের পরিষেবা ৩০ জুন থেকে ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলির পরিষেবা বৃদ্ধি করার ফলে সংশ্লিষ্ট রুটগুলির অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা উপকৃত হবেন। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মনোজ বনাম প্রসূন, জোর কোন্দল তৃণমূলের অন্দরে

কলকাতা,৮ জুন (হি. স.): ভোট মিটতেই কোন্দল শুরু তৃণমূলের অন্দরে। কোথাও বিজয় মিছিল থেকে বোমা ছাড়ার অভিযোগ কোথাও আবার সাংসদ-বিধায়কের মধ্যে অশান্তি। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়েও প্রকাশ্যে আসে একধিক ভিডিও। এবার শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক মনোজ তিওয়ারির রোষে সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূলের বিধায়ক বনাম সাংসদ কোন্দল উঠে এল সোশ্যাল মিডিয়ায়। হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের চারবারের জয়ী তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচনের আগে জেতানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন তৃণমূল বিধায়ক মনোজ। অভিযোগ ভোট মিটতেই আর কোনো যোগাযোগ রাখেনি সংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয় সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে মনোজ। সেখানে ''যতটা চেনার আমি চিনতে পেরেছি'' বলে একটি শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়।

উল্লেখ্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা নিয়ে দলের একাংশের মধ্যে মতান্তর ছিল। এলাকায় প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায় না বলেও অভিযোগ উঠেছিল। এই নিয়ে বিক্ষোভের মুখেও পড়েছিলেন প্রসূন বাবু। এরপরেও দলের কর্মীদের নিয়ে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচার চাইয়েছিলেন বলে দাবি করেন মনোজ। ২০২৪-এ আগের তুলনায় অনেক বেশি ভোটেও জিতেছেন তিনি।এই বিষয় এখনওপর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সমগ্র দেশ এখন মোদীময়, কংগ্রেসকে খোঁচা দিয়ে মন্তব্য রবীন্দরের

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.) : কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি সভাপতি রবীন্দর রায়না। কংগ্রেসকে নিশানা করে তিনি বলেছেন, কংগ্রেস ১০০ আসন ছুঁতেও পারেনি।' শনিবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রবীন্দর রায়না বলেছেন, সমগ্র ভারতই এখন """মোদীময়"""। এনডিএ ব্যাপক বিজয় অর্জন করেছে।'

এরপরই কংগ্রেস ও বিরোধীদের ইন্ডি জোটের সমালোচনা করেছেন রবীন্দর রায়না। তিনি বলেন, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইন্ডি জোট একটি ডুবন্ত জাহাজ। কংগ্রেস ক্রমাগত পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে, কংগ্রেস ১০০ আসন ছুঁতেও পারেনি।'

কিশনগঞ্জে ট্রাক ও কন্টেইনারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল দুই গাড়ির চালকের

কিশনগঞ্জ, ৮ জুন (হি.স.) : বিহারের পূর্ণিয়ার মীরগঞ্জ থানা এলাকার ৫৭ নম্বরে জাতীয় সড়কে ট্রাক ও কন্টেইনারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল দুই গাড়ির চালকের। শনিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে রূপসপুর চন্দবা গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ট্রাক চালক সন্তোষ কুমার ও কন্টেনার চালকের। কন্টেইনার চালকের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকার্য শুরু করে মীরগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ দেহ দুটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পূর্ণিয়া মেডিকেল কলেজে। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে।

কেতুগ্রামে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৩ বাইক আরোহীর

কেতুগ্রাম, ৮ জুন (হি.স.) : পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিনজন বাইক আরোহীর। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে একটি বাইকে করে সূচপুর যাচ্ছিলেন ওই তিনজন ব্যক্তি। কেতুগ্রামের বাদশাহী রোডে আচমকাই একটি অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাইকটির। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই আরোহীর।

অন্যদিকে, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়ার পর মৃত্যু হয় আরও একজনের। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতরা হলেন আনারুল হক (৪৭), গোপাল মেটে (৪৬) এবং আনিস শেখ (১৮)। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

দিল্লিতে তৈরি হচ্ছে উত্তরাখণ্ড নিবাস, নিরীক্ষণ করলেন পুষ্কর সিং ধামি

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.) : রাজধানী দিল্লিতে তৈরি হচ্ছে উত্তরাখণ্ড নিবাস, শনিবার নির্মীয়মান উত্তরাখণ্ড নিবাস নিরীক্ষণ করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এদিন দিল্লিতে নির্মীয়মান উত্তরাখণ্ড নিবাস পরিদর্শন করেছেন এবং নির্মাণ কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন।

মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেছেন, 'এটি জাতীয় রাজধানী। উত্তরাখণ্ড থেকে লোকজন এবং আধিকারিকরা আসছেন... তাই, বর্তমান উত্তরাখণ্ড সদনের ক্ষমতা খুবই কম। সে কথা মাথায় রেখেই নির্মাণ করা হচ্ছে নতুন এই নিবাস। এতে ৫০টির বেশি কক্ষ রয়েছে...জুলাইয়ের মধ্যে এটি উদ্বোধন করার লক্ষ্য রয়েছে।'

কাতারের বিরুদ্ধে ফিফা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করলেন ইগর স্টিমাক

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.): ভারতীয় সিনিয়র পুরুষ দলের প্রধান কোচ ইগর স্টিমাক, ১১ জুন কাতারের বিরুদ্ধে ফিফা বিশ্বকাপ রাউন্ড ২ কোয়ালিফায়ারের জন্য ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন। শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে দোহা যাবে ভারতীয় ফুটবলাররা। ভারত পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আফগানিস্তান তৃতীয় স্থান বজায় রেখেছে। চার পয়েন্ট নিয়ে এখনও তলানিতে রয়েছে কুয়েত। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য ভারতের সদস্যের স্কোয়াড গোলরক্ষক: গুরপ্রীত সিং সান্ধু, অমরিন্দর সিং, বিশাল কাইথ ডিফেন্ডার: আনোয়ার আলি, জে গুপ্তা, মেহতাব সিং, নরেন্দ্র, নিখিল পূজারি, রাহুল ভেকে মিডফিল্ডার: অনিরুধ থাপা, ব্র্যান্ডন ফার্নান্দেস, এডমন্ড লালরিন্দিকা, জেকসন সিং থাউনাওজাম, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, লিস্টন কোলাকো, মহেশ সিং নওরেম, নন্দকুমার সেকার, সাহল আবদুল সামাদ, সুরেশ সিং ওয়াংজাম।

হিট অফ দ্য মোমেন্ট হয়ে গিয়েছে, ভুল স্বীকার সোহমের

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.) : শুক্রবার নিউটাউনের সাপুরজির এক রেস্তোরাঁর মালিককে মারধর করে বিতর্কে জড়ান তৃণমূল বিধায়ক সোহম চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ওই হোটেল মালিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করছিলেন। সেই কারণে তিনি এই কাজ করেছেন। এদিন, নিজের ভুল স্বীকার করে সোহম জানিয়েছেন, তিনি একজন জনপ্রতিনিধি। হিট অফ দ্য মোমেন্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই ঘটনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল।

শনিবার সোহম ঘটনার পুঙ্খাণুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে বলেন, "ছাদে আমাদের শুট চলছিল। সেই সময় চিৎকার চেঁচামেচি ঝামেলার আওয়াজ পাই। এরপর উপর থেকে দেখি আমার নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশের সঙ্গে হোটেল স্টাফদের ধাক্কাধাক্কি, বচসা হচ্ছে। আমি অবাক হয়ে যাই যে পুলিশের গায়ে হাত দিচ্ছে এ কী কাণ্ড।" সঙ্গে এও বলেন, "এরপর নিচে গিয়ে কথা বলি।

আর একটা গাড়ি সরানো নিয়ে এত ঝামেলা কেন আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তারপর শুনি উনি বলছেন আমরা কোনও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনি না। কোনও বিধায়ক বুঝি না। এই সব উল্টো পাল্টা কথা বলেছেন।"

তৃণমূল বিধায়কের দাবি, "আমি তখনই রেগে গিয়েছি। আমিও দুএকটা কথা বলি। ধাক্কাধাক্কি হয়। হিট অফ দ্য মোমেন্ট আমি চড়-থাপ্পড় মারি। স্বীকার করছি। হয়ত হওয়া উচিৎ ছিল না। হয়ত এটতা মাথা গরম করা উচিৎ হয়নি।" এ দিকে, এই ঘটনায় হোটেল মালিক যদিও জানিয়েছেন তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। পাল্টা আবার এ প্রসঙ্গে সোহম বলেছেন, "ওনাকে চিনি না জানি না কেন ওঁর নামে মিথ্যে কথা বলতে যাব?"

নব নির্বাচিত সাংসদের নিয়ে কালীঘাটে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,৮ জুন (হি. স.) : রাজ্যে তৃণমূলের জয় জয়কার। সন্দেশখালি - সাধু সন্ত কোনো ইস্যুতেই বেঁধে রাখা গেলোনা তৃণমূলকে। ৪২ এর মধ্যে ২৯ জন তৃণমূলের সাংসদ দিল্লি যাচ্ছে। ডায়মন্ড হারবার থেকে রেকর্ড ভোটে জয় পেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নব নির্বাচিত এই সাংসদের নিয়ে শনিবার কালীঘাটে বৈঠক করবেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে কার্যত ধরাশায়ী বিজেপি। ফল প্রকাশের পর সাংসদ নির্বাচন নিয়ে কোন্দলের সুর বিজেপির অন্দরমহলে।

অন্যদিকে দিল্লির রাজনীতিতে এখন প্রাসঙ্গিক শক্তি হয়ে নিজেদের প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে তৃণমূল।সাংসদদের নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে দিল্লি যাওয়ার। আর তার আগেই দলের সাংসদের সাথে শনিবার বৈঠক সারতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকও। সূত্রের খবর বিকেল ৪ নাগাদ শুরু হবে বৈঠক।২৯ জন সাংসদ ছাড়াও থাকবেন জেলা সভাপতি এবং দলের শীর্ষ নেতাদের একাংশ। নির্বাচিত সাংসদের ভূমিকা আলোচনা করার পাশাপাশি নির্বাচনে যে জায়গা গুলি থেকে তৃণমূল হেরেছে সেই কারণ পর্যালোচনা করা হতে পারে এই বৈঠকে।

রাহুলকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা করার প্রস্তাব, বেণুগোপাল বললেন তিনিই যোগ্য

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা করার প্রস্তাব পেশ হল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা শনিবার প্রস্তাব করেন, রাহুলকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা নিয়োগ করা হোক। এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, সিডব্লিউসি (কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি) সর্বসম্মতিক্রমে রাহুল গান্ধীকে লোকসভায় বিরোধী দলনেতার পদ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে... সংসদের ভিতরে এই অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য রাহুল জিই সেরা ব্যক্তি।'

বেণুগোপাল আরও বলেছেন, 'রাহুল গান্ধী সিডব্লিউসিকে বলেছেন, তিনি খুব শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেবেন (লোকসভায় বিরোধী দলনেতা হওয়ার বিষয়ে)।' রাহুল গান্ধী কোন আসনটি (রায়বরেলি অথবা ওয়ানাড) রাখবেন তা জানতে চাওয়া হলে বেণুগোপাল বলেন, 'এই সিদ্ধান্ত ১৭ তারিখের আগে নিতে হবে এবং সিদ্ধান্ত ৩-৪ দিনের মধ্যে আসবে।'

সাম্বার আন্তর্জাতিক সীমান্তে মৃত্যু গুলিবিদ্ধ যুবকের

জম্মু, ৮ জুন (হি.স.) : শুক্রবার রাতে সাম্বা জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তে রিগাল পোস্টের কাছে এক যুবককে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘুরাঘুরি করতে দেখে গুলি চালায় বিএসএফ জওয়ানরা। গুলিবিদ্ধ ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ওই যুবক পেশায় শ্রমিক ছিলেন। শনিবার বিএসএফ আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন।

জানা গেছে, সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে বিএসএফ চার থেকে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালায়। ওই যুবক জম্মুর বাসিন্দা বাসুদেব লাল। বয়স প্রায় ২৮-৩০ বছর।

শুক্রবার গভীর রাতে সে গুলিবিদ্ধ হয়। গুরুতর আহত আবস্থায় তাকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

NIT No:- e-PT- 22/W/EE/RD/MNP/2023-24,
Date, 07/06/2024.(2nd Call)

The Executive Engineer, R.D Mohanpur Division, Mohanpur, West Tripura invites e-tender (two bid) from eligible bidders up to 3.00 P.M of 19/06/2024 for "2(Two) nos. AWC Hezamara RD Block under R.D Mohanpur Division". For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2343329. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

1CA/C/27/24

Executive Engineer
RD Mohanpur Division
Mohanpur, West Tripura.

একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া বিজেপির

কোচবিহার,৮ জুন (হি. স.) :২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র ১২ আসন দখল করতে পেরেছে বিজেপি। হারাতে শুরু করেছে একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত। হাতছাড়া হলো কোচবিহারের মাতালহাটা অঞ্চল যা বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত।

বিজেপির হয়ে ভোটে লড়ে সাংসদ পদ হারালো সজল ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায়ের মতন হেভি ওয়েট নেতারা। দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সুর কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী থেকে দিলীপ ঘোষেরও। আর এর মাঝেই একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া বিজেপির।কোচবিহার বিজেপি প্রার্থী নিশীথের সাংসদ পদ হাত ছাড়ার পর তৃণমূলের দখলে এল বিজেপির শক্ত ঘাঁটি কোচবিহারের মাতালহাট অঞ্চল। শুধু মাতালহাটা অঞ্চল নয় ভোটের ফল প্রকাশের পর কোচবিহার জুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলেই দখল নিতে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার বিকেলে দিনহাটা ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুধাংশু চন্দ্র রায় বিজেপি পরিচালিত মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানবেন্দ্র বর্মন সহ ১৫ জন পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সদস্যের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেয়। মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ২২ জন পঞ্চায়েত সদস্যই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

সমগ্র দেশে নিট পরীক্ষার প্রক্রিয়া খুবই স্বচ্ছ হয়েছে : এনটিএ ডিজি

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): মেডিক্যালের স্নাতক পাঠক্রমে ভর্তির যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা 'ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট' (আন্ডারগ্র্যাজুয়েট) বা 'নিট' (ইউজি)-তে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর সেই অভিযোগের উত্তর দিল জাতীয় পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা বা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এনটিএ ডিজি সুবোধ কুমার সিং বলেছেন, সমগ্র দেশে নিট পরীক্ষার অখণ্ডতার সঙ্গে আপস করা হয়নি। তিনি বলেছেন, 'আমাদের কমিটি মিলিত হয়েছিল এবং তাঁরা পরীক্ষা কেন্দ্র ও সিসিটিভিগুলির সমস্ত বিবরণ খতিয়ে দেখেছিল। কিছু শিক্ষার্থী উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, কারণ কিছু পরীক্ষার্থী ৭১৮ এবং ৭১৯ নম্বর পেয়েছে এবং ৬ জন পরীক্ষার্থী টপার হয়েছে... আমরা সমস্ত বিষয়গুলি যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করেছি এবং ফলাফল প্রকাশ করেছি। ৪৭৫০টি কেন্দ্রের মধ্যে এই সমস্যাটি ৬টি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ২৪ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৬০০ জন শিক্ষার্থী সমস্যাটির সম্মুখীন হয়েছে। সারাদেশে এই পরীক্ষার অখণ্ডতার সঙ্গে কোনও আপোস করা হয়নি... কোনো পেপার ফাঁস হয়নি... পুরো পরীক্ষার প্রক্রিয়া খুবই স্বচ্ছ হয়েছে।'

কিশনগঞ্জে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ট্রেনযাত্রীর

কিশনগঞ্জ, ৮ জুন (হি.স.) : বিহারের কিশনগঞ্জ রেলস্টেশনের দুই নম্বর প্লাটফর্মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক ট্রেনযাত্রীর। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। মৃত যাত্রীর নাম মহম্মদ মুস্তাক আলম (৪৫)।

আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতব্যাক্তি চাকুলিয়া থানার অধীন হাটওয়ার গ্রামের বরাটোলার বাসিন্দা। তিনি আনন্দ বিহার থেকে নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেসে কিশনগঞ্জ আসছিলেন। তিনি ট্রেনেই অসুস্থতা বোধ করেন। ট্রেনটি ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালে তিনিও ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। দু-এক পা হাঁটতেই অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আরপিএফ কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিয়ে যান কিশনগঞ্জ হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক যাত্রী মুস্তাক আলমকে মৃত বলেও ঘোষণা করেন। চিকিৎসকের প্রাথমিক অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে রেলযাত্রীর।

উত্তরপ্রদেশে 'ধন্যবাদ যাত্রা' -র আয়োজন কংগ্রেস শিবিরের

লখনউ, ৮ জুন (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর এবার উত্তরপ্রদেশে 'ধন্যবাদ যাত্রা' করবে কংগ্রেস শিবির। সূত্রের খবর, সেখানে পা মেলাবেন রাহুল গান্ধি সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস তথা ইন্ডি জোটের ভালো হওয়ার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস শিবির সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১১ থেকে ১৫ জুন উত্তরপ্রদেশে 'ধন্যবাদ যাত্রা'র আয়োজন করা হয়েছে। সেই যাত্রায় রাহুল গান্ধি, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সহ সাধারণ কর্মী সমর্থকেরাও উপস্থিত থাকবেন। উত্তরপ্রদেশে রয়েছে ৪০৩টি বিধানসভা কেন্দ্র।

ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER

Fresh sealed tenders/quotations in "Two Bid System" are invited for the "Annual Maintenance Contract for Computers, Printers and LAN Materials installed in the Sonamura and Bishalgarh Court Complexes for a period of 1 (one) year". Last date for submission of bid is 28th June, 2024 at 4:00 PM.

The Notice Inviting Tender with detailed information, terms & conditions is available at website: https://sepahijalatrp.dcourts.gov.in/notice-category/tenders/

1CA/C-22/24

(P. Kumar)
District and Sessions Judge
Sepahijala, Sonamura

NOTICE INVITING TENDERS

College of Agriculture, Tripura invites offline tenders for "HIRING OF VEHICLE ON RENTAL BASIS".

The bid document is available in the webpage of College of Agriculture, Tripura, http://coatripura.ac.in/.

Last Date and time of submission of the tender is 7th day from the date of publication of this NIQ in local daily upto 1500 hrs IST (Indian Standard Time) at College of Agriculture, Tripura only.

1CA/C/41/24

Sd/-
(Prof. Debashish Sen)
Principal
College of Agriculture,
Tripura Lembucherra, West Tripura

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No.: 01/EE/CCD/PWD/2024-25,
Dated, 5th June, 2024

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. Name of work: Construction of portico at the entry point of Hon'ble the Chief Justice, High Court Building, Agartala under Capital Complex Division PWD, Agartala.
2. Estimated Cost: 12,34,128.00
3. Bid Fee: 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 19-06-2024 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/46/24

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura

NIT No:-e-PT-1/EE/RDSD/2024-25
Date,15/03/2024 (2ND Call).

The Executive Engineer,RD Store Division,Agartala, WestTripura invites e- tender (two bid) from eligible bidders up to 3.00 P.M of 27/06/2024 for "Hiring of 1(one) Maruti Eeco including fuel and driver for the office work of the Executive Engineer RD Store Division,Agartala". For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381-2309395/09436138717, email : eerdsd10@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

1CA/0/51/24

Executive Engineer R.D.
Store Division,
Agartala West Tripura

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত পূর্বে স্থগিত জিরানিয়া আই.সি.ডি.এস প্রজেক্টের ১৪ টি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা পদের ইন্টারভিউ নিম্নলিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে :-

সাক্ষাতকার গ্রহনের স্থান	সাক্ষাতকার গ্রহনের তারিখ	সাক্ষাতকার গ্রহনের সময়	মন্তব্য
সিডিপিওঅফিস, জিরানীয়া	১৮-০৬-২০২৪	সকাল ১১টা হইতে	জিরানীয়া ব্লক এলাকার আবেদনকারীর জন্য
সিডিপিওঅফিস, জিরানীয়া	১৮-০৬-২০২৪	দুপুর ২.৩০ টা হইতে	জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত এলাকার আবেদনকারীর জন্য
সিডিপিওঅফিস, জিরানীয়া	১৮-০৬-২০২৪	দুপুর ১.৩০ টা হইতে	বেলবাড়ি ব্লক এলাকার আবেদনকারীর জন্য
সিডিপিওঅফিস, জিরানীয়া	১৮-০৬-২০২৪	সকাল ১১ টা হইতে	পুরাতন আগরতলা ব্লক এলাকার আবেদনকারীর জন্য

ICA/D-262/24

07/06/24

শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক
জিরানীয়া সুসংহত শিশু উন্নয়ন সেবা প্রকল্প

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) are hereby invited on behalf of the Executive Engineer RD Jirania Division, West Tripura from the bonafide suppliers for supply of Citizen Information Board (CIB) for Community for the works which will be executed by The Executive Engineer RD Jirania Division. The interested registered Vendor/Supplier may submit the sealed quotation in the O/O the Executive Engineer RD Jirania Division, West Tripura on below mentioned Date. SNIQ proposal (Bid) submission Last Date :- SNIQ proposal (Bid) Opening Date

Sl. No.	Name of the Blocks	Name of the items	Technical Specification/Features	Unit Cost (per CIB)
1	(Jirania, Mandwi, Old Agartala, Belbari) RD Block	Citizen Information Board(CIB) for Community	Detailed indicated in the Annexure-II	

Note: The Bidders are requested to follow up to NOTICE BOARD of the undersign for Technical Specification/Features (Annexure-II) and other TERMS & CONDITIONS.

ICA/C/36/24

S/d-
(Er. S. Debbarma)
Executive Engineer

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সেই ঝড়ের রাতে ....

শ্রীকুমার দত্ত (গুয়াহাটি)

প্রলয় সদ্য গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে একটা নামী ওষুধ কোম্পানিতে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকুরী পেয়েছে।সময়টা খুব সম্ভবত ১৯৯৫শাল।তার পোস্টিং হলো অসমের তিনসুকিয়া শহরে। সেখানে কোম্পানির আরও একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ ইতিমধ্যেই কর্মরত ছিল।তাই প্রলয় তার সেই সহকর্মী বিজনের সঙ্গেই একটা ভাড়া বাড়িতে থেকে কর্মজীবন শুরু করলো। ওদের দু'জনের কাজ ছিল শহরসহ তিনসুকিয়া জেলার বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটার,রিটেইলর, ডাক্তার,হাসপাতাল ইত্যাদি ভিজিট করা আর কোম্পানির ওষুধ বিক্রি বাড়ানো। ওদের কাজের এলাকাটা ওরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। বিজন ছেলেটি বেশ মিশুকে আর উপকারী স্বভাবের ছিল।তাই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে বেশি সময় লাগলো না।সারাদিনের কাজের শেষে ঘরে ফিরে দুই বন্ধুতে মিলে নিজেরাই রান্না-বান্না করা।তারপর খাওয়াদাওয়া করে দুজনে বসে পরেরদিনের প্ল্যানিং সেরে ঘুমোতে যাওয়া।সকাল হলে আবার যে যার কাজে বেরিয়ে পড়া।তা বেশ ভালোই কাজকর্ম চলছিল।

ঘটনার দিনটা ছিল শনিবার। সময়টা বর্ষাকাল।সকাল থেকেই ঝির-ঝির বৃষ্টি পড়ছে।সেইজন্য সেদিন সকালবেলা কাজে বেরুতে প্রলয়দের একটু দেরিই হয়ে গেলো। কিন্তু উপায় নেই। কাজ তো করতেই হবে।আজ বিজনকে যেতে হবে লঞ্চে করে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে ওপারে।অন্য কোনো যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই। জায়গাটা একটা ছোট আধা শহর। একটা প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র,দুটো ওষুধের দোকান আর মাত্র একজন প্রাইভেট প্রাক্তিশনার। সুতরাং ওখানে ভিজিট সেরে মোটামুটি সন্ধ্যে নাগাদ ফেরা যাবে।বর্ষাতি গায়ে চড়িয়ে বিজন রওয়ানা হলো ফেরি-ঘাটের দিকে।ঘাটে পৌঁছুতে পৌঁছুতেই ঘড়িতে বেজে গেলো প্রায় বারোটা। বারোটার ফেরিটা প্রায় ছাড়ো ছাড়ো। বিজন তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে লঞ্চে উঠলো।বর্ষায় ব্রহ্মপুত্রের কি ভয়ঙ্কর চেহারা।এ যেন সমুদ্র-পারাপার দেখা যায় না। বিজনের একটু ভয়-ভয় করছিলো। স্রোতের বাধা কাটিয়ে কাটিয়ে লঞ্চটা যখন ওপারে পৌঁছুলো তখন প্রায় তিনটে বাজে।একটুও সময় নষ্ট না করে বিজন একটা শেয়ার-অটো করে প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রে চলে গেলো। তারপর অন্য সব জায়গায় ভিজিট করে শেষ ফার্মেসিটিতে যখন এলো তখন পাঁচটা বেজে গেছে। সেখানকার কাজও হলো। এবার ফেরার পালা।কিন্তু ফিরবে কিসে? ফার্মেসি-মালিক শইকীয়াদা জানালেন বর্ষাকাল বলে বিকেল তিনটের পর এপার থেকে ফেরি সার্ভিস বন্ধ। আবার পরেরদিন সকাল ছয়টায় ফেরি পাওয়া যাবে। সর্বনাশ!এখন কি হবে?এখানে তো থাকার কোনো হোটেল নেই। শইকীয়াদা অভয় দিলেন -“আরে এতো চিন্তার কিছু নেই দাদা।আমি থাকতে আপনার কোনো অসুবিধে হতে দেব না।আমারও তো একটা কর্তব্য আছে নাকি”।

বিজন - “তাহলে কি উপায়” ?

“আপনাকে গাছতলায় থাকতে হবে না।এখানে ফরেস্টের একটা ডাকবাংলো আছে।খালিই পড়ে থাকে।কচ্চিৎ কোনো অফিসার এলে থাকেন।তার কেয়ারটেকার দেউরি আমার পরিচিত,বিশ্বস্ত লোক।কয়টা টাকা হাতে গুঁজে দিলেই রাতে থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে”। শইকীয়াদা একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেলেন।

তার কথা শুনে বিজন একটু আশ্বস্ত হলো।সন্ধ্যে ছয়টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বিজনকে মোটরসাইকেলের পিছনে বসিয়ে শইকীয়াদা রওয়ানা হলেন ডাকবাংলোর দিকে। রাস্তা-ঘাটে লোকজন খুব একটা নেই। বেশিরভাগ দোকানপাটও বন্ধ। বর্ষার দিন বলেই হয়তো। পুরো আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। মাঝে- মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে না তবে যে কোনো সময় আসতে পারে।মিনিট পনেরো বাদে শহরের শেষ প্রান্তে ডাকবাংলোয় পৌঁছুনো গেল। ডাকবাংলোটি একটি পুরোনো আসাম-টাইপের বাড়ি। চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া। আশেপাশে অন্য কোনো ঘর-বাড়ি চোখে পড়ে না। বাড়িটিকে ঘিরে রয়েছে বড় বড় গাছ। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বাড়িটির সামনের বারান্দায় টিমটিম করে জ্বলে থাকা বাল্বের সীমিত আলো জায়গাটাকে রহস্যময় করে তুলেছে। সামনের ছোট লোহার গেটটা খুলে ভেতরে ঢুকে শইকীয়াদা হাঁক পাড়লেন - “দেউবি,ও দেউরি”।খানিক বাদে বছর চল্লিশেকের,মাঝারি গঠনের একজন লোক বাড়ির পেছন দিক থেকে বেরিয়ে এলো।

“আরে শইকীয়াদা,কি খবর”-দেউরি একগাল হেসে বললো।এবার শইকীয়াদা এগিয়ে গিয়ে দেউরিকে নিচু স্বরে কিছু বলে তার হাতে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিলেন।তারপর পিছন ফিরে বললেন-“বিজনদা, যান এবার একটু বিশ্রাম করুন। রাতে কি খাবেন দেউরিকে বলে দেবেন, ও বানিয়ে দেবে। আশা করি কোনো অসুবিধে হবে না। আমি এবার বিদায় নেবো,কখন আবার বৃষ্টি এসে পড়ে”।

বিজন বললো-“হ্যাঁ,হ্যাঁ আপনি এগোন। অনেক ধন্যবাদ”।

শইকীয়াদা বেরিয়ে যাবার পর দেউরি বললো-“স্যার, আপনি অল্প এই বারান্দার চেয়ারএ বসুন। আমি আপনার জন্য একটা কোঠা তৈরি করে দিচ্ছি।আগে খবর পেলে তৈরি করে রাখতাম”।

এই বলে দেউরি আবার বাড়ির পিছনদিকে চলে গেলো।বিজন বাড়ির সামনের লম্বা বারান্দায় রাখা একটা বেতের চেয়ারএ গিয়ে বসলো। মিনিট দশ বাদে একটা কোঠার বারান্দার দিকের দরজা খুলে দেউরি বেরিয়ে এসে বললো-“স্যার,হয়ে গেছে, আসুন”। বিজন উঠে ঘরের ভিতর ঢুকলে দেউরি দরজাটা ভিতর থেকে লাগিয়ে দিলো। কোঠার পিছন দিকে আরেকটি দরজা খুলে পিছনের বারান্দা। লম্বা বারান্দার শেষপ্রান্তে বাথরুম। বারান্দা থেকে নামলে একচিলতে উঠোন। সেই উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বিশাল প্রাচীন জাম গাছ।আর তার পর কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ঘন জঙ্গল। ওদিকে তাকালেই গা ছমছম করে। উঠোনের একধারে একটা কুঁড়েঘরে দেউরির আস্তানা। ঘরটা দেউরি বেশ ফিটফাটই রেখেছে। আসবাবপত্র বলতে পুরোনো আমলের একটা খাট, একটা কাঠের টেবিল-চেয়ার, একটা আরাম- কেদারা আর আয়না লাগানো একটা ছোট আলমারি। বিছানাপত্র বেশ পরিষ্কার,পরিচ্ছন্ন। কিন্তু ঘরের আলোটা বড্ড কম। অবশ্য সবকটা লাইটেরই এক অবস্থা,হয়তো ভোল্টেজ কম থাকার জন্যই। বিজন তার সঙ্গের ওষুধের স্যাম্পল ভরা কীট ব্যাগটা আলমারিতে তুলে রাখলো।দেউরি জিজ্ঞাসা করলো চা খাবে কিনা। ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে গেছে তাই বিজন বললো যে না, একেবারে ডিনারই করে নেবে। এবার দেউরি রান্না করতে চলে গেলে বিজন বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এলো। রাতে থাকার প্ল্যান ছিলো না বলে আলাদা জামাকাপড় আনা হয়নি,তাই আর পাল্টানো হলো না। বিজন আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিলো। বাইরে তখন মেঘের গুরু-গম্ভীর গর্জন। ঝির-ঝির বৃষ্টিও পড়ছে। সাড়ে আটটা নাগাদ দেউরি থালায় করে ধোঁয়া উঠা গরম ভাত,আলু ভাজা আর দুটো বাটিতে ডাল,পুঁটি মাছের ঝোল নিয়ে এলো। সঙ্গে এক বোতল খাবার জল আর একটা গ্লাস। খাবারটা টেবিলে রেখে যেতে যেতে দেউরি বলে গেলো খাওয়া হয়ে গেলে থালা বাসনগুলো বাইরে রেখে দিতে। খিদেও পেয়ে গিয়েছিলো তাই বিজন তাড়াতাড়ি খাওয়াটা সেরে নিলো। খেয়ে দেয়ে বিজন বসলো দিনের ভিজিটের রিপোর্ট লিখতে। রাত তখন প্রায় এগারোটা। হঠাৎ কড়-কড় শব্দে কাছেই কোথাও একটা বাজ পড়লো। তারপরেই শুরু হলো শোঁ শোঁ শব্দে প্রবল বেগে ঝড় বৃষ্টি। সঙ্গে মেঘের বুক কাঁপানো গম্ভীর গর্জন। উঠোনের জাম গাছটা প্রবলবেগে মাথা নাড়াচ্ছে। তখনি দপ করে লাইটটা নিভে গেলো। বাতাসের ঝাপটায় ঘরের দরজা-জানালাগুলো খট -খট করে নড়তে শুরু করলো যেন খুলেই যাবে। উপরে টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার সে কি আওয়াজ। মনে হচ্ছিলো যেন কেউ নেচে বেড়াচ্ছে এদিক থেকে ওদিক। বিজনের সঙ্গে কোনো টর্চ বা মোমবাতি কিছুই ছিল না।এই অন্ধকারে কি যে করবে বুঝতে পারছিলো না। এমন সময় দড়াম করে জাম গাছের একটা ডাল ভেঙে ঘরের চালে পড়লো।শব্দে বিজন আঁতকে উঠলো।ঠিক তখনি মনে হলো পিছনদিকের দরজায় কেউ যেন কড়া নাড়লো।প্রথমে মনের ভুল ভেবে বিজন সাড়া দিলো না।খানিক বাদে আবার সেই একই শব্দ।এবার বিজন নিশ্চিত। কিন্তু এই দুর্যোগের মধ্যে কে এলো?অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কোনোমতে দরজা অব্দি পৌঁছুলো। দরজার নিচ দিয়ে হালকা একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। তবে কি দেউরি এলো নাকি?বিজন ভয়ে ভয়ে দরজাটা খুলে একটু ফাঁক করে বাইরের দিকে দেখার চেষ্টা করলো। তখনি একটা দমকা ঠান্ডা হাওয়া এসে দরজাটা পুরো খুলে দিলো। আর সেই অস্বাভাবিক ঠান্ডা হাওয়া তার হাড় কাঁপিয়ে দিলো। বিজন দেখতে পেলো বারান্দার প্রথম সিঁড়িতে কালো বর্ষাতিতে আপাদমস্তক ঢাকা একটা ছায়ামূর্তি ডানহাতে একটা জ্বলন্ত হ্যারিকেন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীরের কোনো অংশ দেখা যাচ্ছে না। মুখটাও বর্ষাতির টুপিতে ঘোমটার মতো করে ঢাকা। বিজন কাঁপা কাঁপা স্বরে বললো -“কে” ?

ওপাশ থেকে ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে গলায় জবাব এলো -“বাজ পড়ে ট্রান্সফরমার জ্বলে গেছে। লাইট আর আসবে না। ল্যাম্পটা নিন”। বিজন হ্যারিকেনটা নিতে হাত বাড়িয়ে দিলো। ছায়ামূর্তিও এগিয়ে না এসে ওখান থেকেই বারান্দা পার করে হাত বাড়িয়ে দিলো। বিজন তখনি দেখতে পেলো বর্ষাতির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা লম্বা সেই হাতটা অস্থিসার,কোনো চামড়া, মাংসের লেশমাত্র নেই। বিজন কাঁপতে কাঁপতে এক হ্যাঁচকায় হ্যারিকেনটা নিয়ে নিলো। সেই মুহূর্তে একটা দমকা হাওয়ায় সেই ছায়ামূর্তির গলায় জড়ানো মাফলারটা সরে গেলো। অল্প আলোতেও বিজন স্পষ্ট দেখতে পেলো ছায়ামূর্তির গলায় একটা গভীর ক্ষত আর তার থেকে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে। তখন তার প্রায় মূর্ছা যাবার মতো অবস্থা।সারা শরীর ভয়ে কাঁপছে। কাঁপুনিতে দু'পাটি দাঁতের এক অদ্ভুত ঠক-ঠক শব্দ হচ্ছিলো। কোনোমতে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনিটা তুলে দিলো।সেই মুহূর্তেই সেই ছায়ামূর্তি ঘন অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলো। বিজন আর কিছু ভাবতে পারছিলো না।সেই ঠান্ডা আবহাওয়াতেও সে দরদর করে ঘামছিলো। বিছানায় উঠে গুটিশুটি হয়ে বসে মনে মনে বজরংবলীর নাম স্মরণ করতে থাকলো।আজ রাতে আর ঘুম আসবে না। বাইরে তখনও ঝড়ের তাণ্ডব চলছে। এইভাবে বসে থাকতেই ভয় আর সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন যেন চোখ লেগে এলো।

ঘুম ভাঙলো আবার সেই দরজার কড়া নাড়ার শব্দে। ভয়ে চমকে উঠে দেখলো সকাল হয়ে গেছে। পরিবেশ একদম শান্ত। আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে দেখলো দেউরি এক কাপ চা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে একগাল হেসে বললো- “গুড মর্নিং স্যার। রাতে ঘুম হয়েছিল তো?যা একটা দুর্যোগ হয়ে গেলো,বাব্বা”। বিজন কিছু বলার আগেই আবার বললো - “আরে,আমার হ্যারিকেনটা এখানে এলো কি করে”?

এবার বিজন জিজ্ঞাসা করলো-“কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে” ?

দেউরি-“স্যার,কাছেই বাড়িতে আমার বউ একা একটা ছোট বাচ্চা নিয়ে থাকে। ঝড় আসছে দেখে আমি বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। আপনি একা থাকতে ভয় পাবেন বলে আপনাকে বলে যাইনি”।

বিজন তা শুনে একটু বিরক্ত হলো।তারপর গত রাতের পুরো ঘটনা তাকে বললো।ঘটনাটা শুনে দেউরি গম্ভীর হয়ে গেলো।একটু সময় বাদে বললো -“তার মানে উনি এসেছিলেন”।

বিজন(আতঙ্কিত স্বরে)-“উনি? উনি কে”? দেউরি-“আমার বাবা।আগে উনিই এখানকার কেয়ারটেকার ছিলেন। বছর দশেক আগে এমনি এক ঝড়ের রাতে কে বা কারা উনাকে গলা কেটে মার্ডার করে চলে যায়।তারপর আমি চাকুরীটা পাই। কিন্তু আজও প্রতি রাতে উনি এখানে পাহারা দেন।আমি ব্যাপারটা অনুভব করেছি,কিন্তু কখনো চোখে দেখিনি”। সব শুনে বিজন হতভম্ব হয়ে গেলো। ঘটনাটার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিলো না। এমনিও কি হতে পারে? যাই হোক তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করে বিজন ফেরি ঘাটের দিকে রওয়ানা হলো। বিদায় নেবার আগে তার সেবার জন্য দেউরির হাতে একটা বখশিশ গুঁজে দিতে ভুললো না।

চিত্র সৌজন্যে : শ্রীকুমার দত্ত

খাবারের অপচয় বন্ধ করা যাবে কৌশলগুলি মেনে চললে

অনেক বাড়িতেই খাবার প্রায়ই নষ্ট হয়। রান্না করার খাবার ছাড়াও অনেক সময় প্যাকেটজাত শুকনো খাবারও ফেলা যায়। অথচ খাদ্যের অপচয় রুখতে গোটা বিশ্বে নানা পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তাই অকারণে খাবার যাতে অপচয় না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা জরুরি। তার জন্য দরকার পর্যাপ্ত পরিকল্পনা। একটু পরিকল্পনামাফিক কেনাকাটা এবং রান্না করলে খাবার কম নষ্ট হবে।

প্রয়োজন বুঝে কিনুন

যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই খাদ্যসামগ্রী কিনুন। দরকার হতে পারে ভেবে একসঙ্গে কিনে রেখে লাভ নেই। তাতে জিনিসপত্র বেশি নষ্ট হবে। অনেক সময় খাবারের মেয়াদ ফুরিয়ে শেষ হয়ে যায়। তখন ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। রান্নার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম মানতে হবে। বেশি করে রান্না করার কোনও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন মতো রান্না করুন।

পুরনো শেষ করে, নতুনে হাত দিন মাসের শুরুতে নতুন মাসকাবারি জিনিসপত্র আসে। কিন্তু তখনও অনেক সময় পুরনো খাবারদাবার শেষ হয় না। সেগুলি আগে শেষ করে, তবেই নতুন প্যাকেট খুলুন। না হলে আগের কেনা খাবারগুলি পড়ে থেকে নষ্ট হবে।

ধাপে ধাপে জিনিস কিনুন

শাকসব্জি হোক কিংবা মাছ-মাংস, কিংবা প্যাকেটজাত খাবার সব কিছুই অল্প অল্প করে কিনুন। একসঙ্গে কিনে রাখা মানেই নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। সেটা করবেন না। কাঁচা শাকসব্জি, মাছ-মাংস ২-৩ দিনের বেশি মজুত করে রাখবেন না। দরকার পড়লে তখন আবার কিনে আনুন।

মরসুমি খাবার খান

মরসুম অনুযায়ী বাজারের চিত্রটি বদলে যায়। নানা রকম মরসুমি ফল এবং সব্জিতে বাজার ভরে ওঠে। সঙ্গে সারা বছর পাওয়া যায়, এমন অনেক জিনিসও থাকে। আবার নানা বিদেশি ফল, সব্জিরও দেখা মেলে। চেষ্টা করুন মরসুমি খাবার খাওয়ার। তাতে খানিকটা সাশ্রয়ও হবে। আবার খাবার কিনলে বেশি দিন রাখলেও নষ্ট হবে না।

স্ট্রোকের পরের কয়েক ঘণ্টাই দামি

ব্রইন স্ট্রোকের কয়েক ঘন্টাই সবচেয়ে দামি। এই সময়ের মধ্যে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই বাড়িতে বা পরিবারে কারও স্ট্রোক হলে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করা চলবে না। হয়তো দেখলেন দিব্যি সুস্থ মানুষ, আচমকাই তাঁর হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে, মাথা গড়িয়ে যাচ্ছে এক দিকে, মুখ বেঁকে যাচ্ছে।

এই সব লক্ষণ দেখলেই সাবধান হতে হবে। ধরুন, আপনি বাড়িতে একা। আপনারই কোনও আপনজনের এমন অবস্থা হল। তখন আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে ঠিক কী কী করা উচিত, সেটা জেনে রাখা দরকার। সিদ্ধান্তের সামান্য ভুল বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

আগে লক্ষণ চিনুন

১) একদম সুস্থ মানুষ আচমকা শরীরের ব্যালান্স হারিয়ে ফেলবেন, হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাবেন।

২) হাত-পায়ের সাড় চলে যাবে। শরীরের কোনও এক দিক হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে।

৩) “ফেশিয়াল প্যারালাইসিস” স্ট্রোকের পূর্ব লক্ষণ। মুখের এক দিক বেঁকে যাবে, জিভ আড়ষ্ট হয়ে যাবে, কথা জড়িয়ে যাবে।

৪) প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণে থাকবে না

৫) চিন্তাভাবনা গুলিয়ে যাবে, দৃষ্টি ঝাপসা হতে থাকবে।

আপনি কী কী করবেন?

স্ট্রোক হওয়ার পর সাড়ে চার ঘণ্টা হল “গোল্ডেন আওয়ার”। অর্থাৎ, যে সময়ে হাসপাতালে পৌঁছলে রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। স্ট্রোকের লক্ষণ ধরা পড়া থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া অবধি যা যা করণীয়

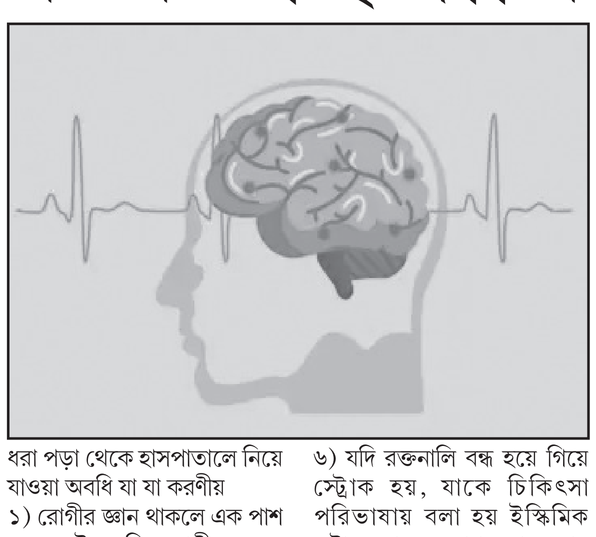

১) রোগীর জ্ঞান থাকলে এক পাশ করে শুইয়ে দিন। শরীরের যে অংশটা অবশ হয়ে গিয়েছে বুঝতে পারবেন, সেই অংশটা যেন উপরে থাকে।

২) রোগীর মাথা একটি বা দু'টি বালিশে রেখে উঁচু করে রাখতে হবে। যদি শরীরের এক দিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়, তা হলে সেই দিকটা ধরে থাকতে হবে।

৩) স্ট্রোক হয়েছে বুঝলে ভুলেও রোগীকে কিছু খাওয়াতে যাবেন না, জলও না।

৪) হালকা জামাকাপড় পরান, যাতে শ্বাস নিতে সমস্যা না হয়।

৫) রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস এবং নাড়ির গতি পরীক্ষা করতে হবে। যদি নাড়ির গতি কমতে থাকে, তা হলে সিপিআর দিতে হবে। কী ভাবে সিপিআর দিতে হয়, তা জানা না থাকলে কোনও বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারেন।

৬) যদি রক্তনালি বন্ধ হয়ে গিয়ে স্ট্রোক হয়, যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় ইস্কিমিক স্ট্রোক, তা হলে প্রথম সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে শিরার মধ্যে একটি ওষুধ দিতে হয়। একে বলে থ্রম্বোলাইসিস।

৭) হার্টে রক্ত চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে তবু কিছু ক্ষণ লড়াইয়ের সুযোগ থাকে। কিন্তু মস্তিষ্ক বেশি ক্ষণ বাঁচতে পারে না। ইস্কিমিক স্ট্রোক হলে প্রতি সেকেন্ডে মস্তিষ্কের ৩২ হাজার কোষের মৃত্যু হতে থাকে। ফলে সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮) চিকিৎসা শুরুর আগে রক্তের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সিটি স্ক্যান করিয়ে নেওয়া জরুরি। রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলে সেটাও কমাতে হবে। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে রোগীকে যেন ফেলে রাখা না হয়, সেটা দেখতে হবে।

বৃষ্টিবাদলের দিনে কুকুরের ত্বকে সংক্রমণ হতে পারে

বর্ষা দরজায় কড়া নাড়ছে। এখন থেকেই নিম্নচাপের বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ। এই সময়টাতে পোষ্যদের বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে যে সব কুকুরের ঘন লোম, তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা বেড়ে যায়। স্নান করানোর পরে সেই জল তাড়াতাড়ি শুকোতে চায় না। ফলে ত্বকে সংক্রমণ হতে পারে।

বৃষ্টিবাদলের এই সময়টিতে পোষ্য কুকুরের যত্ন কী ভাবে নেবেন, রইল তার টিপ্স।

১) কুকুরকে নিয়ে যখন হাঁটতে বেরোবেন, তখন কর্দমাক্ত জায়গা বা জলে ডোবা জায়গা এড়িয়ে চলুন। বাড়ি ফিরে আসার পর কুকুরের থাবাগুলি জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে দেবেন যাতে ময়লা লেগে না থাকে। ২) খাবার জলের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সাবধান থাকতে হবে। পশু চিকিৎসকেরা বলেন, বর্ষার সময়ে জলবাহিত বিভিন্ন রোগ ও সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে যায় কুকুরদের। তাই জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে খেতে দিন পোষ্য কুকুরকে। ৩) বর্ষাকালে ত্বকের নানা সমস্যা হতে পারে। তাই এই সময়টাতে শ্যাম্পু ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন পশু চিকিৎসকেরা। ছত্রাক এবং পরজীবী আটকানোর শ্যাম্পু দিয়ে কুকুরকে স্নান করাতে পারেন। তবে কী ধরনের শ্যাম্পু আপনার পোষ্যের জন্য কিনবেন, তা পশু চিকিৎসকের থেকে জেনে নিন।

৪) চেষ্টা করুন পোষ্যকে যতটা সম্ভব শুকনো রাখতে। স্নানের পর ভাল করে মুছিয়ে দেবেন। লোম যেন দীর্ঘ সময় ভিজে না থাকে।

৫) শুধু ছত্রাকের সংক্রমণই নয়, এই সময়ে কুকুরের গায়ে পোকাও হতে পারে। বর্ষায় ভেজা আবহাওয়ায় এই ধরনের পরজীবীদের বাড়বাড়ন্ত হয়। খেয়াল রাখুন, আপনার পোষ্যেরও তেমন কিছু হচ্ছে কি না। যদি দেখেন পোষ্য বার বার গায়ের লোম চাটছে এবং একটা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, তা হলে বুঝবেন ব্যাক্টেরিয়াল অথবা ছত্রাকের সংক্রমণ হয়েছে। তখন দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খাওয়ান। ৬) বর্ষার সময়ে কুকুরদের কানেও সংক্রমণ হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আপনার পোষ্যের কানের বাইরের অংশ মাঝেমধ্যেই পরিষ্কার করে দিতে হবে। ৭) পোষ্যকে নিয়ে যদি ঘন ঘন বাইরে বেরোন, তা হলে খেয়াল রাখতে হবে ওর থাবায় কোনও রকম সংক্রমণ হচ্ছে কি না।

রামোজি রাও গারু ভারতের উন্নয়নের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন : নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): রামোজি রাও ফিল্ম সিটির প্রতিষ্ঠাতা রামোজি রাও-এর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক শোকবার্তায় মোদী উল্লেখ করেছেন, রামোজি রাও গারু ভারতের উন্নয়নের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। শনিবার ভোররাতে প্রয়াত হয়েছেন রামোজি ফিল্ম সিটির প্রতিষ্ঠাতা রামোজি রাও।
তাঁর মৃত্যুর খবর শুনেই সামাজিক মাধ্যমে শোক ব্যক্ত করেছেন মোদী। এক্স-মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, ””’রামোজি রাও গারুর মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী, যিনি ভারতীয় গণমাধ্যমে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তাঁর সমৃদ্ধ অবদান সাংবাদিকতা ও চলচ্চিত্র জগতে একটি অমোঘ চিহ্ন রেখে গেছে। নিজের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে, তিনি মিডিয়া এবং বিনোদন জগতে উদ্ভাবন এবং শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নতুন মান স্থাপন করেছেন।
রামোজি রাও গারু ভারতের উন্নয়নের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। আমি ভাগ্যবান যে, তাঁর প্রজ্ঞা থেকে উপকৃত হওয়ার বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েছি। এই কঠিন সময়ে তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অগণিত ভক্তদের প্রতি সমবেদনা।’

এনডিএ-বিজেপি সরকারের নীতিতে বিশ্বাসী নয় জনগণ : মনীশ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): এনডিএ-বিজেপি সরকারের নীতিতে বিশ্বাসী নয় জনগণ। এই অভিমত পোষণ করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা চণ্ডীগড়ের কংগ্রেস সাংসদ মনীশ তিওয়ারি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি এসেছেন মনীশ তিওয়ারি। শনিবার সকালে দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ’আগামীকাল যে সরকার গঠিত হতে চলেছে, তা দু””’টি বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই বিষয়গুলি কতটা শক্তিশালী এবং নমনীয় তা সময়ই বলে দেবে। কিন্তু একটা জিনিস খুব স্পষ্ট - এনডিএ-বিজেপি সরকারের কাছে ভারতের জনগণের বার্তা হল, জনগণ তাঁদের জনবিরোধী নীতি পছন্দ করে না।’

চূড়ান্ত ভোগান্তি শিয়ালদহ মেন এবং উত্তর শাখায়, ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে নাভিশ্বাস যাত্রীরা

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.): শুক্রবারের পর শনিবারও যাত্রী-দুর্ভোগ অব্যাহত শিয়ালদহ উত্তর এবং মেন শাখায়। শনিবারও ট্রেন আসছে দেরিতে। স্টেশনগুলিতে ভিড়ের চাপ, অত্যধিক ভিড় ট্রেনেও, ফলে নাভিশ্বাস অবস্থা যাত্রীদের।
শিয়ালদহ স্টেশনের ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজ চলছে। তার জেরে বদল আনা হয়েছে রেল পরিষেবায়। বহু ট্রেন বাতিল। অনেক ট্রেন যাত্রা শুরু ও শেষ করছে দমদম জংশন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বারাসত এবং কল্যাণী স্টেশনে। এর জেরে যাত্রী দুর্ভোগের অন্ত নেই। শনিবারেও যাত্রীদের ভোগান্তি অব্যাহত শিয়ালদহ উত্তর এবং মেন শাখায়।

আমরণ অনশন শুরু করলেন মনোজ, জানালেন ভোটে লড়ার কথাও

মুম্বই, ৮ জুন (হি.স.): মারাঠা সংরক্ষণের দাবিতে এবার আমরণ অনশন শুরু করলেন মারাঠা সংরক্ষণ কর্মী মনোজ জারাঙ্গে পাটিল। শনিবার থেকে আমরণ অনশন শুরু করেছেন তিনি। যদিও পুলিশ তাঁকে অনশনের অনুমতি দেয়নি। তা সত্ত্বেও শনিবার থেকেই আমরণ অনশন শুরু করেছেন মনোজ।
এবার তিনি বলেছেন, এইবার মারাঠা সংরক্ষণ যদি না প্রদান করা হয়, তাহলে তিনি মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনেও লড়বেন। প্রসঙ্গত, মারাঠা সংরক্ষণের দাবিতে লাগাতার অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন মনোজ জারাঙ্গে পাটিল। যদিও, এখনও তাঁর দাবিদাওয়া পূরণ হয়নি।

নেতিবাচক রাজনীতির অবসানে ইতিবাচক রাজনীতির যুগ শুরু হয়েছে : অখিলেশ যাদব

লখনউ, ৮ জুন (হি.স.): এবারের লোকসভা নির্বাচনে দারুণ ফল করেছে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। দেশের মধ্যে তৃতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে উঠে এসেছে সমাজবাদী পার্টি। দলের এই সাফল্যে খুশি অখিলেশ। তিনি বলেছেন, নেতিবাচক রাজনীতির অবসানে ইতিবাচক রাজনীতির যুগ শুরু হয়েছে দেশে। শনিবার লখনউতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, ’একদিকে এনডিএ জিতেছে, অন্যদিকে, সমাজবাদী

দিল্লির নারেলায় কারখানায় আগুন ও বিস্ফোরণে মৃত্যু ৩ জনের, আহত ৬ জন

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): দিল্লির নারেলা শিল্পাঞ্চল এলাকায় একটি কারখানায় আগুন ও বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৩ জন। এই অগ্নিকাণ্ডে আরও ৬ জন আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, নারেলা শিল্পাঞ্চল এলাকায় একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ও ৬ জন আহত হয়েছেন।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, কাঁচা মুগ গ্যাস বার্নারে ভাজা হচ্ছিল এবং পাইপলাইনের একটিতে গ্যাস লিক হওয়ার কারণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে কম্প্রেসার অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়, ফলে বিস্ফোরণ ঘটে। শনিবার ভোরে এই ঘটনাটি ঘটেছে।

সংবিধান, আইন ও গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব এখন নীতীশ ও চন্দ্রবাবুর ওপরই বর্তায় : সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): দেশে আবারও গঠন হচ্ছে এনডিএ সরকার। টিডিপি প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডু ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-সহ অন্যান্য এনডিএ শরিকদের সমর্থনে কেন্দ্রে গঠিত হচ্ছে এনডিএ সরকার। এমতাবস্থায় উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ নেতা সঞ্জয় রাউত জানালেন, দেশের সংবিধান, আইন ও গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব এখন নীতীশ ও চন্দ্রবাবুর ওপরই বর্তায়।
শনিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, ’সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, চন্দ্রবাবু নাইডু এবং নীতীশ কুমার যারা নিজেদের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রী বলে দাবি করেন। এখন যেহেতু তাঁদের সমর্থনে সরকার গঠিত হচ্ছে, তাই সংবিধান, আইন এবং গণতন্ত্র বাঁচানোর দায়িত্ব তাঁদের ওপর বর্তায়।’ একইসঙ্গে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, গুজরাট থেকে নিজেদের সহযোগীদের সুবিধার জন্য শেয়ার বাজারে একটি অস্বাভাবিক উত্থান আনা হয়েছিল, যারা দেশ চালাচ্ছেন।’

হারের পর দলকে উপর্যুপরি আক্রমণ দিলীপের, এবার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বিজেপি নতার

স্বরূপনগর, ৮ জুন (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিতে পারছেন না দিলীপ ঘোষ। দলের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি আক্রমণ করছেন, এবার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন তিনি।
””’ওল্ড ইজ গোল্ড””’, দলের রাজ্য নেতৃত্বকে লাগাতার আক্রমণের পর ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট দিলীপ ঘোষের। শনিবার সকালে স্বরূপনগরে মাছ ধরলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। ””’রাজনীতিতে পুরনো লোকেদের ভুললে চলবে না””’। বর্ধমান-দুর্গাপুরে বিপর্যয়ের পর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লাগাতার ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন বিজেপির পরাজিত প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।
জেতা আসন হারাবার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে মন্তব্য দিলীপ ঘোষের। এবার, উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরলেন দেবশ্রী চৌধুরী ও অগ্নিমিত্রা পালের আসনের প্রসঙ্গ।

আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ থাকবে হবে : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ থাকবে হবে। শনিবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত বৈঠকে এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেছেন, ’জনগণ আমাদের প্রতি নিজেদের বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের অবশ্যই তা গড়ে তুলতে হবে। আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে এই রায় মেনে নিচ্ছি।’
খাড়গে আরও বলেছেন, ’আমি নিজের দায়িত্বে ব্যর্থ হব, যদি আমি ইন্ডি অ্যালায়েন্সের অংশীদারদের স্বীকার না করি, যেখানে প্রতিটি দল বিভিন্ন রাজ্যে নিজেদের ভূমিকা পালন করেছে, প্রতিটি দল অন্যকে অবদান রেখেছে।’ খাড়গে আরও বলেন, ’মণিপুরে, আমরা দু””’টি আসনেই জিতেছি। আমরা নাগাল্যান্ড, ওমস এবং মেঘালয়েও আসন জিতেছি। মহারাষ্ট্রে, আমরা একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। সর্বস্তরের মানুষ সমর্থন করেছেন। দেশের গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে বাঁচাতে আমরা এসসি, এসটি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায়ও আমাদের উপস্থিতি অনুভব করতে দেখেছি, পাশাপাশি শহুরে এলাকায়।’

রেললাইন পারাপার করতে গিয়ে বিপত্তি! মুর্শিদাবাদে ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

মুর্শিদাবাদ, ৮ জুন (হি.স.) : রেললাইন পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম জনি শেখ (৩০)। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের সূতি থানার অন্তর্গত ইংলিশ সাহাপাড়ায়। শনিবার সকালে ঘটনায় সূতির মহেন্দ্রপুরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে মর্গে পাঠায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই যুবক আচমকাই জঙ্গিপুরগামী ট্রেনের সামনে চলে আসেন। ট্রেনের ধাক্কায় লাইনের ধারে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

ঘরের চাল সারাই করতে গিয়ে দুর্ঘটনা, মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় নাবালিকার মৃত্যু

মুর্শিদাবাদ, ৮ জুন (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় ঘরের চাল সারাই করতে গিয়ে দুর্ঘটনা। মৃত্যু হল এক নাবালিকার। মৃতার নাম জেবা খাতুন (৮)।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ হরিহরপাড়ার ডল্টনপুরে বাড়ির টালির চাল সারাই করছিলেন আমজাদ শেখ। কিন্তু দু””’টি টালি নামাতেই বাড়ির চাল আচমকাই ভেঙে পড়ে যায়। সেই সময় ঘরেই ছিল জেবা। দুর্ঘটনায় সে গুরুতর জখম হয়। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

নদিয়ায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী-র পেটে ছুরি মারার অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

নদিয়া, ৮ জুন (হি. স.) : নদিয়ার গাংনাপুর থানার অনন্তপুর এলাকায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী-র পেটে চাকু মারার অভিযোগ। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মহিলার। ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
নদিয়ার গোপাল নগর থানার মাঝের গ্রাম এলাকার বাসিন্দা রিয়া বিশ্বাস। তাঁর সঙ্গে বছর দু’য়েক আগে বিয়ে হয় রিপন বিশ্বাসের। বিবাহের পর তাঁদের দাম্পত্য জীবনে তেমন কলহ লক্ষ্য করা না গেলেও শনিবার হঠাৎ ছুরির আঘাতে স্ত্রী রিয়াকে খুন করার অভিযোগ উঠে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। পরিবারের দাবি ভোরবেলায় রিয়ার চিৎকার শুনে তাঁরা ঘুম থেকে উঠে পড়েন। এরপর দরজা খুলে ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় জানলা ভেঙে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে দেখেন রক্ত অবস্থা পড়ে রয়েছে রিয়া। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় রানাঘাট মহাকুমার হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানায়। ঘটনার পর গাংনাপুর থানার পুলিশ স্বামী রিপনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। এই ঘটনায় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জেরেই হয়তো এমন ঘটনা। তদন্তের পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

১২ জুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেব শপথ নেবেন নাইডু, এনডিএ নেতারা আমন্ত্রিত

বিজয়ওয়াড়া, ৮ জুন (হি.স.) : তেলেগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র জাতীয় সভাপতি এন চন্দ্রবাবু নাইডু আগামী ১২ জুন সকাল ১১.২৭ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। বিজয়ওয়াড়ার নিকটবর্তী স্থানে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এনডিএ-র শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন বলে মনে করা হচ্ছে।
রাজ্য বিভক্ত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার তিনি অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তেলেগু দেশম পার্টি, জনসেনা এবং বিজেপি জোট ১৭৫টির মধ্যে ১৬৪ আসনে জয়লাভ করে।

ভুবনেশ্বর থেকে আসা বাস উল্টে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, নায়ারণগড়ে গুরুতর আহত অনেক যাত্রী

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৮ জুন (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নায়ারণগড়ে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। শনিবার ভোররাতে ওড়িশার ভুবনেশ্বর থেকে আসা যাত্রীবোঝাই একটি বাস উল্টে যাত্রীদের কারও কাটা পড়ল পা, কেউ আহত গুরুতর ভাবে। নারায়ণগড় জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি বাস। ভুবনেশ্বর থেকে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন যাত্রী নিয়ে কলকাতায় আসছিল দূরপাল্লার বাসটি। ভোররাতের দিকে নারায়ণগড়ে পৌঁছে যায় বাসটি। সেখানেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে এর ফলে গুরুতর আহত হয়েছেন অনেকে।
দুর্ঘটনায় কাটা পড়েছে এক যাত্রীর পা। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৫-৬ জন। মোট আহতের সংখ্যা ১৫। আহতদের তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

শিলিগুড়িতে লোকালয় থেকে উদ্ধার বিশালাকার অজগর, চাঞ্চল্য এলাকায়

শিলিগুড়ি, ৮ জুন (হি.স.) : শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন বানেশ্বর মোড়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে উদ্ধার হল বিশালাকার অজগর। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে বানেশ্বর মোড় সংলগ্ন ক্ষুদিরাম পল্লী এলাকায় একটি বিশালাকার অজগর সাপ দেখতে পান স্থানীয়রা। সাপটি লম্বায় ৮-১০ ফুট। ঘটনায় নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। সাপটিকে দেখতে ভিড় জমান প্রচুর মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বনদফতরকে। সাপটিকে উদ্ধার করে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানান বনদফতরের কর্মীরা।

ইট বোঝাই ট্রাক্টর ট্রলি উল্টে মৃত্যু মহিলার

মির্জাপুর, ৮ জুন (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের চিল থানার অন্তর্গত তিলাঠি গ্রামের কাছে একটি ইট বোঝাই ট্রাক্টর ট্রলি উল্টে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। শনিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় ট্রলির নিচে চাপা ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার গভীর রাতে তিলাঠি গ্রামের কাছে একটি ট্রাক্টর ট্রলিতে ইট বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিলেন চালক। রাস্তার ধারে শিব কুমারের স্ত্রী সঞ্জু দেবী (৩২) আরও চার মহিলার সাথে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ট্রাক্টর উল্টে ট্রলির নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয় সঞ্জু। পরিবারের লোকজন তাকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য বিভাগীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সঞ্জু দেবীর মৃত্যু হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে।

রবিবার সন্ধ্যায় মোদীর শপথ; ভারতে চলে এলেন শেখ হাসিনা, আসছেন অনেকেই

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.) : টানা তৃতীয়বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে নতুন দিল্লিতে এখন সাজো সাজো রব। আগামীকাল সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর মন্ত্রীসভার অন্য সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই দিল্লি এসে পৌঁছেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী টেলিফোনে শেখ হাসিনাকে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের পর মোদীকে শুভেচ্ছা জানানো বিদেশি নেতৃত্বের মধ্যে শেখ হাসিনা প্রথম সারিতে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মইজ্জুকে, তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছেন। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে দিল্লির আকাশে আকাশযান ওড়ানো নিষিদ্ধ করেছে দিল্লি পুলিশ। ৯ ও ১০ জুন এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

রামোজি রাওয়ের মৃত্যু দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি : কিশান রেড্ডি

হায়দরাবাদ, ৮ জুন (হি.স.) : রামোজি রাও ফিল্ম সিটির প্রতিষ্ঠাতা রামোজি রাওয়ের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন তেলেঙ্গানা বিজেপির সভাপতি জি কিশান রেড্ডি। এক শোকবার্তায় তিনি বলেছেন, রামোজি রাওয়ের মৃত্যু দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। শনিবার জি কিশান রেড্ডি বলেছেন, রামোজি রাওয়ের মৃত্যু দেশের জন্য ক্ষতি। এই শূন্যতা কেউ পূরণ করতে পারবে না।
তিনি আরও বলেন, রামোজি রাও এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রতিটি

রামোজি রাও-এর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ মমতার

কলকাতা,৮ জুন (হি. স.):প্রয়াত রামোজি ফিল্ম সিটির প্রতিষ্ঠাতা রামোজি রাও। সংবাদ জগতে পদ্মবিভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত রামোজি রাও-এর অবদান অনস্বীকার্য। টানা ৩ দিনের লড়াইয়ের পর শনিবার ভোরে মৃত্যু হয় রামজির। এই মিডিয়া টাইকুন-এই প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন সমাজের বিভিন্ন মহলের মানুষ। শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।তেলেগু সংবাদ ও বিনোদন নেটওয়ার্ক ইটিভির প্রধান ছিলেন রামোজি রাও। শুধু ইটিভি নেটওয়ার্ক নয় ৮৭ বছরের জীবনে গোটা দেশের সংবাদ মাধ্যমের কাছে তিনি এক উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। সূত্রের খবর বেশ কিছুদিন জাবদ চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। গত ৩ দিন ধরেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। শনিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সকলেই তার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন। শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এক্স বার্তায় তিনি লেখেন, রামোজি রাও-এর মৃত্যুতে শোকাহত। ইনাডু গ্রুপ, ইটিভি নেটওয়ার্ক,রামোজি ফিল্ম সিটির প্রতিষ্ঠাতা রামোজি রাও তেলুগু এবং সমগ্র আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক জগৎকে নতুন এক আলোর দিশা দেখিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এও লেখেন,রামোজি রাওকে তিনি ব্যাক্তিগত ভাবে চিনতেন। একবার স্টুডিওতে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রামোজি। সম্পূর্ণ বিষয়টি এখনও স্মরণে রয়েছে। তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অনুগামীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান তিনি।

সোহমের দাদাগিরি ! নিউটাউনে গাড়ি রাখা নিয়ে বচসায় রেস্তোরাঁর মালিককে মার অভিনেতার

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তথা টলিউড অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর ””’দাদাগিরি””’ দেখল নিউটাউন। নিউটাউনে রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি রাখা নিয়ে ওই রেস্তোরাঁর মালিকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন সোহম। অভিযোগ, রেস্তোরাঁর মালিককে মার করেন অভিনেতা ও তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী।
সূত্রের খবর, সোহমের শ্যুটিং চলাকালীন রেস্তোরাঁর সামনে অভিনেতা ও শ্যুটিং ইউনিটের গাড়ি রাখা ছিল। রেস্তোরাঁ মালিকের দাবি, একটা পার্কিং খালি করতে বললে, হঠাৎই সোহম চক্রবর্তীর নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁর উপর চড়াও হন। এমনকী, সোহম চক্রবর্তীও তাঁকে ঘুষি মারেন বলে অভিযোগ। চণ্ডীপুরের তৃণমূল বিধায়ক ও অভিনেতা সোহমের অবশ্য দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে গালাগালি করছিলেন বলে, ওই রেস্তোরাঁ মালিককে তিনি তিন-চারটে চড় মেরেছেন।

প্রস্তুতি প্রায় শেষ, ১৪ জুনের পরই ইলিশের টানে সমুদ্রে পাড়ি জমাবে কয়েক হাজার ট্রলার

কাকদ্বীপ, ৮ জুন (হি.স.) : প্রস্তুতি একেবারে শেষ পর্যায়ে। সমুদ্রে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে ১৪ জুন, এরপর ১৫ জুন থেকে গভীর সমুদ্রে ইলিশের সন্ধানে পাড়ি দেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কয়েক হাজার ট্রলার। এই জেলার মৎস্যবন্দরগুলিতে তাই ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই জেলার বেশিরভাগ ট্রলার ছিল ডাঙায়।
সেই সময় ট্রলারগুলি মেরামত করা হচ্ছিল। মূলত ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরার উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে। এই দু’মাস ট্রলারগুলি ডাঙায় তুলে বিভিন্ন ধরনের মেরামতির কাজকর্ম সেরে নেন মৎস্যজীবীরা। এবার সমস্ত ট্রলার নদীতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর মাত্র কিছু দিনের অপেক্ষা। এরপরই মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ট্রলারগুলি গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেবে।

২-৩ দিনের মধ্যে বর্ষা ঢুকবে মুম্বইয়ে, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

মুম্বই, ৮ জুন (হি.স.): আগামী ২-৩ দিনের মধ্যেই বর্ষা ঢুকে পড়বে বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে। রবিবার অথবা সোমবার থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে মুম্বইয়ে। এমনটাই জানিয়েছে মুম্বইয়ের আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর। মুম্বই আইএমডি-র প্রধান সুনীল কাম্বলে বলেছেন, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যেই মুম্বইয়ে বর্ষা এসে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। রবিবার অথবা সোমবার থেকে মুম্বইয়ে বৃষ্টি শুরু হবে।
এদিকে, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ৫ দিনের মধ্যে মহারাষ্ট্র এবং উপকূলীয় ও উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

মরুরাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস, রাজস্থানে ৪-৫ দিন তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা নেই

জয়পুর, ৮ জুন (হি.স.): মরুরাজ্য রাজস্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, আগামী ৪-৫ দিনের মধ্যে রাজস্থানে তাপপ্রবাহের কোনও সম্ভাবনা নেই। জয়পুর আবহাওয়া দফতরের (আইএমডি) অধিকর্তা রাধেশ্যাম শর্মা বলেছেন, ’আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে পশ্চিম রাজস্থানের যোধপুর, বিকানের, আজমের, জয়পুর এবং ভরতপুরের কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টিপাত ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।’
তিনি আরও জানিয়েছেন, ’পূর্ব রাজস্থানের কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ধুলোঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। ৯ জুন উত্তর রাজস্থানের কিছু জায়গায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে...অধিকাংশ এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম থাকবে, আগামী ৪-৫ দিন তাপপ্রবাহের কোনও সম্ভাবনা নেই।’

মিডিয়া জগতে নক্ষত্র-পতন, প্রয়াত রামোজি ফিল্ম সিটির প্রতিষ্ঠাতা রামোজি রাও

হায়দরাবাদ, ৮ জুন (হি.স.): প্রয়াত হয়েছেন আইকনিক মিডিয়া ব্যারন রামোজি রাও।
শনিবার ভোররাতে তাঁর মৃত্যু হয়। রামোজি রাওয়ের বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, উচ্চ রক্তচাপ এবং শ্বাসকষ্টের জন্য তাঁকে ৫ জুন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
শনিবার ভোররাত ৩.৪৫ মিনিট নাগাদ হায়দরাবাদের স্টার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
ইটিভি নেটওয়ার্ক এবং রামোজি ফিল্ম সিটির প্রধান রামোজি রাও শনিবার ভোররাতে হায়দরাবাদে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।
উচ্চ রক্তচাপ এবং শ্বাসকষ্টের কারণে ৫ জুন হায়দরাবাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিমধ্যেই সিনিয়র বিজেপি নেতা জি কিষাণ রেড্ডি তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন।
বলেন, তেলুগু মিডিয়া এবং সাংবাদিকতায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ‘বিশেষ প্রশংসনীয়’।
রামোজি রাও ছিলেন খাতনামা ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং প্রযোজনা সংস্থা উষাকিরণ মুভিজের প্রধান।
তিনি জাতীয় পুরস্কার এবং দুটি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতেছিলেন।

আবারও ফিরছে তাপপ্রবাহ, দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া-সহ ৩ জেলায় জারি সতর্কতা

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.): দক্ষিণবঙ্গে আবারও ফিরছে তাপপ্রবাহ। বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কিছু জায়গায় তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এই এলাকায় চাঁদিফাটা গরম চলবে। তার প্রভাব থাকবে পুরো দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই। সেই সংক্রান্ত সতর্কতাও জারি করে দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
বর্ষা আসতে এখনও দেরি। তার আগে আরও এক দফা গরমে পুড়তে হতে পারে বঙ্গবাসীকে। গত কয়েক দিন ধরেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় আর্দতাজনিত গরম এবং অস্বস্তি চলছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হলেও গরম থেকে নিস্তার মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে আবহাওয়া দফতর জানিয়ে দিল, আগামী কয়েক দিনেও পরিস্থিতি বদলের কোনও আশা নেই।

ফ্রেঞ্চ ওপেন : রুদ্ধশ্বাস লড়াই, সিনারকে হারিয়ে ফাইনালে আলকারাজ

প্যারিস, ৮ জুন (হি.স.):ফরাসি ওপেনের সেনিফাইনালে দুই তরুণের রুদ্ধশ্বাস লড়াই। লড়াই চলল ৪ ঘণ্টা ৯ মিনিট। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে শেষে ২২ বছর বয়সী জ্যানিক সিনারকে হারিয়ে জয়টা তুলে নিলেন ২১ বছর বয়সী কার্লোস আলকারাজ। শুক্রবার (৭ জুন) জ্যানিক সিনারকে ২-৬, ৬-৩, ৩-৬, ৬-৪, ৬-৩ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছেন আলকারেজ। শিরোপা লড়াইয়ে আগামী রবিবার চতুর্থ বাছাই আলেক্সান্ডার জেভেরেভের মুখোমুখি হবেন আলকারাস। আরেক সেমি-ফাইনালে নরওয়ের সপ্তম বাছাই কাসপের রুডকে ২-৬, ৬-২, ৬-৪, ৬-২ গেমে হারান জার্মানির জেভেরেভ।

বাতিল আগামীকালের পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর
দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে।এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, ওই ঘটনার সাথে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পশ্চিম আগরতলা থানায় এই বিষয়ে মামলা দায়ের করা হবে। প্রশাসনিক ভাবেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।এদিকে তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ বলেন, আগামীকাল টিটিএএডিসির পরীক্ষার উত্তরপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ পেয়েছি। যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হবে। এটা আমার দৃঢ় অঙ্গীকার যে দুর্নীতির কোনো স্থান থাকবে না। যারা এগিয়ে এসে প্রমাণ দেখিয়েছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। জড়িতদের চিহ্নিত করা হচ্ছে, এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া, পরীক্ষার্থীদের আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

কমিটি গঠন

● প্রথম পাতার পর
তাই এই সমস্ত বিষয় অর্থাৎ অভিযোগ ইত্যাদি খতিয়ে দেখার জন্য এনটিএ একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি (জিআরসি) গঠন করেছে। কমিটির প্রতিবেদনের উপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
তবে এনটিএ'র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের প্রতিবেদন এবং সিসিটিভি ফুটেজ বিবেচনা করে এবং প্রার্থীদের উত্তর দেওয়ার দক্ষতার উপর ভিত্তি করে ক্ষতিপূরণ নম্বর দেওয়া হয়েছিলঊ এই ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুসরণ করেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

শোক

● প্রথম পাতার পর
মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ ধনপুর বিধানসভার তৈবান্দাল এলাকায় একটি দূর্ভাগ্যজনক ঘটনায় কুয়ো পরিস্কার করতে গিয়ে শুক্রমনি মুড়াসিং, শম্ভু দেববর্মা ও অশোক ত্রিপুরা নামে তিন যুবকের মৃত্যু ঘটে।স্থানীয় প্রশাসন ও অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে কুয়ো থেকে দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।আমি ওই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত বোধ করছি এবং শোকগ্রস্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন।তাছাড়া, তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ বলেন, ধনপুর বিধানসভার তৈবান্দাল এলাকায় দূর্ভাগ্যজনক ঘটনায় কুয়ো পরিস্কার করতে গিয়ে শুক্রমনি মুড়াসিং, শম্ভু দেববর্মা ও অশোক ত্রিপুরা নামে তিন যুবকের মৃত্যু ঘটে।তিনি সমস্ত মৃতের পরিবারকে অবিলম্বে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

রহস্যজনক মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর
জানিয়েছেন মৃতের মা। মৃতের মা জানিয়েছেন, গত পাঁচ বছর আগে পরিমল তাঁতির সাথে রানীরবাজার এলাকার বাসিন্দা মনিকা তাঁতির সাথে বিবাহ হয়েছিল। পরিমলের বাড়ি খোয়াই। বিয়ের পর থেকে সে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে। তাদের বর্তমানে দুই সন্তান রয়েছে। গতকাল রাতে পুত্রবধূর তাদের ফোন করে জানিয়েছেন মাংস আনতে বাজারে গিয়ে অটো উল্টো দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে পরিমল। তাঁকে রানীরবাজার হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু রাতে গাড়ি না পাওয়ায় তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল পুত্রবধু ও তাঁর মা। পর্বতীতে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তি হাসপাতালে নিয়ে গেলও শেষ রক্ষা হল না। আজ ১১ টা নাগাদ তাদের কাছে খবর পরিমল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।
কিন্তু মায়ের অভিযোগ, পরিমলকে খুন করা হয়েছে। কারণ, অটো দূঘটনা হলে চালকের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। তাঁর দাবি, গাড়ি চাপা দিয়ে তাকে মারা হয়েছে।পরিবারের পক্ষ থেকে অটো চালকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হবে বলে জানিয়েছেন মৃতের মা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

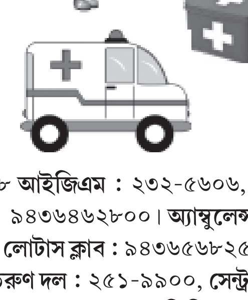

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভাদোহীতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত পুলিশ সহ দুই ব্যক্তি

ভাদোহী, ৮ জুন (হি. স.) : শনিবার ট্রাকের ধাক্কায় নিহত এক পুলিশ কনস্টেবল সহ দুই ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটে উত্তর প্রদেশের নরথুয়া গ্রামে। অটোর সাথে একটি ট্রাকের ধাক্কায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সেই মুহূর্তে অটোটিতে মোট ৬ জন ছিল বলে অনুমান। ঘটনার প্রেক্ষিতে থানার স্টেশন হাউস অফিসার শচীন্দা নন্দ পান্ডে জানিয়েছেন, এই দুর্ঘনায় ৪ জন যাত্রী আহত হয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। যাদের মধ্যে একজন ট্রাফিক হেড কনস্টেবল মনীশ যাদব (৩৯) এবং অপরজন ধীরজ সরোজ নামক এক ব্যাক্তি। আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মৃত ব্যাক্তিদের দেহ। ঘটনার পর পলাতক ট্রাক চালক।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন কার্তিক মহারাজ

মুর্শিদাবাদ, ৮ জুন (হি.স.) : এবার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন মুর্শিদাবাদের কার্তিক মহারাজ ওরফে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ। এবার থেকে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর চার জন জওয়ান। লোকসভা ভোটের প্রচার পর্বে তৃণমূলের এক সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে উঠে এসেছিল কার্তিক মহারাজের নাম। তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেই ঘটনার পর এবার লোকসভা ভোট মিটতেই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন কার্তিক মহারাজ।উল্লেখ্য, ভোটের প্রচার পর্বে কার্তিক মহারাজের নাম করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলেছিলেন মমতা। এক সভা থেকে তৃণমূল নেত্রী কার্তিক মহারাজের নাম করে আক্রমণ শানিয়েছিলেন, "আমি শুনেছি উনি বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে বসতে দেব না। তাঁকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তিনি সরাসরি রাজনীতি করছেন। দেশের সর্বনাশ করছেন।" যদিও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতি নিজের অগাধ শ্রদ্ধার কথাও জানিয়েছিলেন মমতা। বলেছিলেন, 'সব সাধু তো সমান হয় না।' সেই ঘটনার পর বিতর্কের জল গড়িয়েছে অনেক। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে মুখ খুলেছিলেন কার্তিক মহারাজও। তাঁর বক্তব্য ছিল, "আমি কোনও রাজনৈতিক দলের লোক নই। আমি সন্ন্যাসী। তবে আমি হিন্দু। আর হিন্দু ধর্মের উপর যখন আঘাত আসে আমি প্রতিবাদ করি।" যখন এই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তখন কার্তিক মহারাজ তাঁর বেলডাঙার আশ্রমের নিরাপত্তা নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। আর এবার শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা পেলেন তিনি।

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই সেনা

বালিয়া, ৮ জুন (হি. স.): বালিয়া জেলার হলদি এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় নিহত দুই সেনা। বাড়ি আসার পথে দুর্ঘনার কবলে পড়েন তারা। দুজনেই মালিকপুরার বাসিন্দা।মোটরবাইকে এবং গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ গেলো দুই সেনার। ঘটনাটি ঘটে হলদি এলাকার বেলহারি ধালায় ৩১ নং জাতীয় সড়কের। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একটি মোটরবাইকে করে হলদি এলাকা দিয়ে ২ সেনা বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় একটি গাড়ির সঙ্গে মোটরবাইকটি ধাক্কা খায়। ঘটনায় দুই সেনারই মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ। দুই সেনার মধ্যে একজনের নাম ধনজি যাদব (৩৫) এবং অপরজনের নাম অরুণ যাদব (৩০)। দুজনেই মালিকপুরার বাসিন্দা। গাড়িটি আটক করে পুলিশ। চালকের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে মামলা।

বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানকে 'জায়ান্ট কিলার' তকমা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.) : শনিবার জয়ী সাংসদদের নিয়ে কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকের শুরুতে জয়ী সাংসদদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তিনি। সেইসঙ্গে প্রথমবার তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে রাজনীতির ময়দানে পা রাখা বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানকে 'জায়ান্ট কিলার' তকমা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে 'অধীর গড়ে' অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে হারানো ছিল তৃণমূলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানে তারকা ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করা নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। কিন্তু সব সমালোচকদের উচিৎ জবাব দিয়ে প্রায় ৫৫ হাজার ভোটে অধীরকে হারিয়েছেন পাঠান। এই কঠিন লড়াই এর জন্য সত্যিই বাড়তি প্রশংসার দাবিদার ইউসুফ। তাই এদিন কালীঘাটের বৈঠকে তাঁকে দেখামাত্রই উচ্ছ্বসিত মমতা বলে ওঠেন 'জায়ান্ট কিলার!'অন্যদিকে, প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়া জুন মালিয়া, রচনা বন্দোপাধ্যায়, মিতালি বাগ, জগদীশ বর্মা বসুনিয়ারও ভূয়সী প্রশংসা করেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। তবে মমতার এই ২৯ সৈনিকের মধ্যে যিনি ফার্স হলেন মানে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায় তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরামবাগে আহত ৮ পুলিশ কর্মী

আরামবাগ,৮ জুন (হি. স.): রাজ্যে অব্যাহত ভোট পরবর্তী হিংসা। আক্রান্ত হচ্ছে বিজেপি সিপিএমের কর্মীরা। সর্বত্রই অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে। তবে শুধু দলীয় কর্মী নয় ভোট পরবর্তী হিংসা থেকে বাদ পড়লোনা পুলিশ কর্মীরাও।তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ রুখতে এসে আরামবাগে আহত ৮ পুলিশ কর্মী। ঘটনায় গ্রেফতার ১০।রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। মাত্র ১২ আসন পেয়ে এরাজ্যে লোকসভা ভোটে কার্যত মুখ লোকাতে হচ্ছে বিজেপিকে। হাতছাড়া হচ্ছে একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত। অশান্তির ছবি রাজ্য জুড়ে। শুক্রবার আরামবাগে গোঘাটের কুমারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত ভুরকুন্ডা এলাকায় এমনি এক অশান্তি রুখতে এসে আহত ৮ পুলিশ কর্মী। সূত্রের খবর, বিজেপির পতাকা লাগানো নিয়ে শুরু হয় অশান্তি। তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ শুরু হতেই পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়। কিছু সময়ের মধ্যে জনতার রোষে পরে তারা। ইট লেগে মাথা ফাটে এক পুলিশ কর্মীর। মোট ৮ পুলিশ কর্মী আহত হয়।পাল্টা বিজেপির অভিযোগ তৃণমূল-এর অত্যাচারে ৬ বিজেপি কর্মীরও মাথা ফাটে। ঘটনায়, ৭ বিজেপি কর্মী এবং ৩ তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার এদের আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। থমথমে এলাকার পরিবেশ।

মৃত্যু স্থায়ী শ্রমিকের

দুর্গাপুর, ৮ জুন (হি. স.) : ফের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার এক স্থায়ী কর্মীর। ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল সেইলর দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিক মহল। কারখানা সূত্রে জানা গেছে মৃতের নাম অমিত চ্যাটার্জি (৫৫)। তিনি র" মেটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং প্ল্যান্ট (অপারেশন) বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি একজন বাচিক শিল্পী। ঘটনার পর আবার কারখানার ভিতর শ্রমিক সুরক্ষায় প্রশ্ন উঠেছে।ঘটনায় জানা গেছে, বৃহস্পতিবার নাইট ডিউটিতে যোগ দিয়েছিলেন অমিতবাবু। শুক্রবার ভোরে ট্রিপলারে কাজ করার সময় কোনো ভাবে ওয়াগনের নিচে পড়ে যান তিনি।

কর্মবিরতীতে

● প্রথম পাতার পর
তাঁদের দাবি, যতক্ষণ না পর্যন্ত দাবি পূরণ করা হবে ততক্ষণ আন্দোলন জারি থাকবে বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন।

তসলিমার প্রশ্ন সায়নীর গানের কথায় সাংসদ বিদ্ধ নেটনাগরিকদের কটাক্ষে

অশোক সেনগুপ্ত
কলকাতা, ৮ জুন (হি স) : শিবলিঙ্গে কনডম পড়িয়ে সংখ্যালঘুদের একাংশের মনে আঘাত দিয়েছিলেন লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্রে সদ্যজয়ী তৃণমূলের সায়নী ঘোষ। অতীতের সেই ঘটনা মাত্রা পেয়েছিল এবারের নির্বাচনী প্রচারেও। শনিবার সামাজিক মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশে প্রশ্ন রাখলেন নির্বাসিত কবি-লেখিকা তসলিমা নাসরিন। প্রতিক্রিয়ায় নেটনাগরিকদের কটাক্ষ ধেয়ে এলে সায়নীর দিকে। তসলিমা লিখেছেন, "...দু"বার দেখলাম মঞ্চে তিনি গান গাইছেন, """আমার হৃদয় মাঝে মক্কা নয়নে মদিনা"""", আবারও দেখলাম আরেক মঞ্চে গাইছেন, """ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনায়"""। কেন তিনি মক্কা মদিনার গান এত দরদ দিয়ে গেয়েছেন, আমি জানিনা। তিনি কি সত্যিই মদিনায় যেতে চান? তাঁর হৃদয়ে কি সত্যিই রয়েছে মক্কা নামের শহর? এসব গানের কথা তিনি কি বিশ্বাস করেন?"
পোস্ট করার দু'ঘন্টার মধ্যে সকাল ৮ টায় মন্তব্য করেছেন ৩২ জন। প্রায় সবাই তোপ দেগেছেন সায়নীকে। মহম্মদ মালিক লিখেছেন, "সোজা কথা যারা ভন্ডামি চালাকি শঠতা ও অভিনয় ভালো করতে পারে তাদের যশ খ্যাতি সম্মান সব আছে। যারা করে না বা করতে পারে না বা রুচিতে বাধে তাদের জন্য এ পৃথিবী শূন্য ! এটাই বাস্তবতা!" নারায়ণ রায় লিখেছেন, "সংখ্যালঘু ভোটের জন্য এরা মক্কা মদিনায় যান, আবার সংখ্যাগুরু ভোটের জন্য এরা রামপ্রসাদী গান।"
সুব্রত কুমার মহন্ত লিখেছেন, "সবই রাজনীতির খেলা।" পূরবী পারমিতা বোস লিখেছেন, "বুবু মক্কা মদীনা কেও যেতে চায় বা না চায় ওইটা ব্যাপার না। আসলে এই গানটার কথা ও সুর এত দরদী যে, যে কেউ গাইলেই মনে হবে এই গাতকের হৃদয়ে মক্কা মদীনার বাস।" শীতাংশু গুহ লিখেছেন, "মুস্লিম ভোট"।শ্যামল বিশ্বাস লিখেছেন, "সব নাটক দিদি। ভোট পাওয়ার কৌশল।" ভাস্কর নাথ লিখেছেন, "কিছু দিনের ভোটব্যাঙ্ক তার পর ভিটামাটি থেকে ধর্মীয় নির্যাতিত হয়ে পলায়ন, যতদিন ইসলামের ধর্মীয় সংস্করণ না ঘটবে ততদিন তার কোনো বিকল্প নেই। যতই মক্কা মদিনার গান গাও তাতে আপাতত ব্যক্তিগত ভোটব্যাঙ্কের কিছুটা লাভ হতে পারে তবে এরকম চলতে থাকলে দারুল হরব থেকে একদিন উদ্বাস্তু হতেই হবে এটাই ধর্মীয় বিধান।"জাহিদ উল ইসলাম লিখেছেন, "ধর্ম আর রাজনীতি হলো পিতা-পুত্র। কে পিতা আর কে পুত্র এটা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। পরিবেশ বুঝে পরিবর্তন হয়।" দীপান্বিতা দত্ত লিখেছেন, "ভোটে জয়লাভের আশায় তিনি এগান গেয়েছেন, মক্কা - মদিনাকে ভালোবেসে নয়।"চিন্ময় চক্রবর্তী লিখেছেন, "দিদি এসব ভোটের খেলা, উনি ধর্মনিরপেক্ষ তাই উগ্র মৌলবাদের প্রতিবাদ করতে শিব-লিঙ্গে কনডম পরান কিন্তু ভোটের উষ্ণ উত্তাপ পেতে মদিনা যেতে চান।"আশিক মহম্মদ রহমান লিখেছেন, "ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যেই ধর্মের কলটা বেশী নড়ে উনিও নাড়ালেন ভোটের জন্য ফলাফল ও পলেন, আর উনি যদি সত্যি সত্যি ওখানে যেতে চান তবে ওনার জন্য এই ভোট করাটা জায়েজ নয়।"
মহম্মদ আমির হোসেন লিখেছেন, "রাজনীতি এখন ভণ্ডামির আরেক নাম। রাজনীতিতে এলে ভন্ডামিটা খুব ভালো জানতে হয়। যে যত বড়ো ভন্ড, তার ভোটব্যাংকও তত বেশি। আমি সবার কথা বলছি না। হয়তো এদের ভিড়েও ভালো কেউ থাকে। কিন্তু আমার চোখে পড়েনি। হয়তো এটা আমার চোখের সমস্যা।আহমেদ চঞ্চল লিখেছেন, "এই সব প্যাচ আপনার কবিতা লেখা মস্তিষ্কে কুলিয়ে উঠবেনা। এই সব নিয়ে চিন্তায় করতে যাবেন না প্লিজ।"সুরজিৎ কুণ্ডু লিখেছেন, "ভোট বড় বালাই। ভোটে জেতার জন্য কুছ ভি করা যায়।" কুমার প্রশান্ত ঘোষ লিখেছেন, "সোজা বাংলায় এটাকে "মুসলিম তোষণ" বলে! এটা চলে আসছে অনেক দিন ধরেই। কংগ্রেস করেছে, সিপিম করেছে, এখন তৃণমূল করছে। সিপিম তোমাকে তাড়িয়েছে কেন মনে আছে তো?"সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "সংখ্যলঘু ভোট পাওয়ার কি কায়দা বাবা !যাবে না সে কভু মক্কা মদিনা কাবা।দুই বিরোধী খেলেছে ভোট কাটাকুটিসফল হল সায়নীর নিখুঁত অভিনয়টি।"নন্দিনী দাস লিখেছেন, "ভোট"। আদিত্য বোস লিখেছেন, "উনি আমার যাদবপুরের প্রার্থী ছিলেন। ভোট চাইতে প্রায় প্রতিটা বড় মসজিদে এবার ঈদের আগে উনি ইফতার পার্টি দিয়েছিলেন। আসলে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে একটা বিশাল সংখ্যক মুসলিম ভোটার আছে। তাদের ভোট ছাড়া উনি জিততেন না।"পোস্ট করার প্রায় ৮ ঘন্টা বাদে, শনিবার বেলা প্রায় দুটোয় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১ হাজার ৩০০, ৬৮ ও ৩৪।

ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ

গঙ্গারামপুর, ৮ জুন (হি.স.) : ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও। শুক্রবার রাতের পাশাপাশি শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর করা হয়। মারধর করা হয় বিজেপি কর্মীদের। অভিযোগ উঠছে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানা নয়াবাজার এলাকায়। এ দিকে, বিষয়টি জানতে পেরে এদিন দুপুরে ওই এলাকায় পৌঁছন বিজেপি-র জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, তপনের বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায় সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব।দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর বিধানসভার নয়াবাজারে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের দ্বারা বিজেপি কর্মীকে মারধর এবং বাড়ি ও দোকানে হামলা চালানো হয়। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। গঙ্গারামপুর বিধানসভাতেও লিড পেয়েছে বিজেপি। অভিযোগ, বিজেপি-কে ভোট দেওয়ার আক্রোশে ফলাফলের পরই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর করা হয় । দু'দিন আগেই গঙ্গারামপুরে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের দোকান ভাঙচুর করা হয়। এবার ফের গঙ্গারামপুরের নয়াবাজারে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের মারধর সহ দোকান ও বাড়িঘর ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে গঙ্গারামপুর থানায় বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আক্রান্ত সেই বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলেন বিজেপির জেলা নেতৃত্বরা। এ দিকে, অভিযোগ পেলে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের।

ভোট মিটতেই জামুড়িয়া, বারাবনি পান্ডবেশ্বরে সক্রিয় কয়লা পাচার চক্র

দুর্গাপুর, ৮ জুন (হি. স.) : ভোট মিটতেই আবারও সক্রিয় কালো হিরার রমরমা পাচার চক্র। ঝাড়খন্ড থেকে অজয় পেরিয়ে অবাধে ঢুকছে অবৈধ কয়লা। আবার কোথাও ইসিএলের সাইডিং থেকে অবাধে লুট হচ্ছে কয়লা। বৃহস্পতিবার পান্ডবেশ্বরে সিআইএসএফের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর অবৈধ কয়লা। আর তাতেই প্রশ্ন উঠছে অবৈধ কয়লার চোরাচালানে।
জানা গেছে, বৃহস্পতিবার পান্ডবেশ্বরের ডালুরবাঁধ ৪ নং বিদ্যুত অফিসের পিছনে হানা দেয় ইসিএলের সিআইএসএফ বাহিনী। সেখানে নির্মিয়মান পান্ডবেশ্বর থানার লাগোয়া ইসিএলের জমিতে প্রায় ২৫ টন অবৈধ কয়লা বাজেয়াপ্ত করে সিআইএসএফ। জানা গেছে, ওই জমিটি ইসিএলের। এছাড়াও ঝাঁঝরা, ভাটমুড়া, নবগ্রাম, মাধাইপুর, দান্নো-মহাল এলাকায় অবাধে চলছে চোরাই কয়লার রমরমা কারবার। আসানসোল সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা জিতেন চট্টোপাধ্যায় অভিযোগে বলেন,' স্থানীয় তৃণমূল নেতা সন্তোষ পাশওয়ানের মদতে চলে চোরাই কয়লার রমরমা কারবার। রাতের অন্ধকারে ইসিএলের ডালুরবাঁধ, শোনপুরবাজারি, খোট্টারডিহি খোলামুখ খনি থেকে অবাধে কয়লা লুট হয়। সেই কয়লা রাতভর মোটরসাইকেলে করে ওইসব ডিপোতে জমা হয়। তারপর সেখান থেকে বীরভুমে পাচার হয়।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতা সন্তোষ পাশওয়ান।
তিনি বলেন,' সম্পূর্ন ভিত্তিহীন অভিযোগ। কয়লা কেন্দ্র সরকারের। কোলিয়ারির পাহারায় কেন্দ্রীয়বাহিনী। চুরির দায়ে তাদের।' প্রসঙ্গত, কয়লাকান্ডে তোলপাড় গোটা রাজ্য। কেন্দ্রীয় গয়েন্দা সংস্থা সিবিআই ও রাজ্যের সিআইডি অবৈধ কয়লার চোরাচালনে ধরপাকড় শুরু করেছে। ঘটনায় একাধিক কয়লা মাফিয়া ধরা পড়েছে। ঘটনার তদন্তে জোর তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্য কেন্দ্র উভয় গয়েন্দা বিভাগ। এমনকি খনি সংস্থা ইসিএলের বেশ কয়েকজন আধিকারিকও গ্রেফতার হয়েছে। কয়লা পাচার কাণ্ডে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ তদন্তকারী সংস্থার। একইসঙ্গে তদন্তকারীদের র‍্যাডারে রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট শিল্প সংস্থা। লোকসভা ভোটের আগে আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ অবৈধ কয়লা পাচার রুখতে সক্রিয় হয়েছিল। বেশ কিছু অবৈধ কয়লা পাচারের হদিশ উদ্ধার করেছিল। বন্ধ কারখানার আড়ালে রমরমিয়ে চলছে অবৈধভাবে কয়লা পাচারের কারবার। গত বছর আগস্টের শেষের দিকে দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানার সরপি এলাকায় সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর আড়ালে অবৈধ কয়লা কারবারের হদিশ পায় পুলিশ। ঘটনায় সিমেন্ট ফ্যাক্টরী থেকে বাজেয়াপ্ত করে ১০ মেট্রিক টন অবৈধ কয়লা। তার কয়েকদিন আগে কাঁকসার বাঁশকোপায় অবৈধ কয়লা বোঝাই তিনটি লরি ধরা পড়ে পুলিশের জালে। ঘটনায় দুজন চালক গ্রেফতার হয়। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আসানসোলের সালানপুরে একটি বেসরকারী ফ্যাক্টরীর কয়লা পাচার চক্রের হদিশ পায়। যেখান থেকে ওইসব কয়লা পাচার হচ্ছিল। সেখানে কয়লা ছাড়াও জেসিবি মেশিন বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এছাড়াও দুর্গাপুর পারুলিয়ায় গত বছর সেপ্টম্বর মাসে প্রচুর অবৈধ কয়লা আটক হয়। ভোট মিটতেই আবারও নতুন করে কয়লা পাচার সক্রিয় অঞ্চলে। অজয় নদের লোদারঘাট দিয়ে ঝাড়খন্ড থেকে ট্রাক্টরে করে অবাধে কয়লা ঢুকছে এরাজ্যে। জামুড়িয়ারব জোড়জানকি, পলাশতলি, কান্তা, দেশেরমোহনা, বেলেডাঙা এলাকায় ক্রেশার সংলগ্ন ডিপোতে ওইসব কয়লা মজুত হচ্ছে। তারপর সেখান থেকে লরি ডাম্পারে করে জামুড়িয়ার বিভিন্ন কারখানায় পাচার হচ্ছে। চুরুলিয়ার একটি দশ বাম্পার এলাকায় একটি সাপ্লাই সংস্থার অফিস থেকে কখনও কখনও চালানও দেওয়া হয়। যদিও ওইসব চালানের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। অভিযোগ, ক্রেশারের আড়ালে চলছে অবৈধ কয়লার রমরমা কারবার। কয়লার উপরের স্তরটি ফার্কেল নামে পরিচিত। ওই ফার্কেল কোলিয়ারিতে ছাঁট করা হয়। আর জামুড়িয়া এলাকায় ওইসব ক্রেশারে ছাঁট ফার্কেল চাঙড় ভাঙা হয়। তারপর অবৈধ কয়লার সঙ্গে মিশিয়ে বিভিন্ন কারখানায় পাচার করা হয়।ভোট মিটতেই আবারও নতুন করে কয়লা পাচারের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও খোলামুখ খনি ও কোলিয়ারি সাইডিংয়ের নিরাপত্তা নিয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কোন মন্তব্য করতে চায়নি। তবে শুক্রবার ডালুরবাঁধের ঘটনায় পুলিশ জানিয়েছে, এখনও কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি।

বিজয় মিছিল থেকে বোমা ছুড়ে বিস্ফোরণ অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকেই

পাঁড়ুই, ৮ জুন (হি. স.) : তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে বোমা বেঁধে ছুড়ে বিস্ফোরণ, ভিডিও ভাইরাল হতেই বিতর্ক। জানা গিয়েছে, ভিডিওটি বীরভূমের পাঁড়ুই থানার সালন গ্রামের। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে সবুজ আবির মেখে বোমা বানিয়ে ফাটানো হচ্ছে ফাঁকা মাঠে। যদিও, ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্থান সমাচার।
এই প্রসঙ্গে বীরভূম জেলা তৃণমূল-কংগ্রেসের কোর কমিটির সদস্য বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি না তৃণমূলের কেউ বিজয় মিছিলে বোমা ফাটাচ্ছে। এটা তৃণমূলের কালচার নয়। বিরোধীরা দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চক্রান্ত করেছে।'
গোরু পাচার ও মানি লন্ডারিংয়ের মামলায় তিহারে বন্দি অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর গড় বোলপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩ লক্ষ ২৮ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছেন অনুব্রত ঘনিষ্ঠ তৃণমূল প্রার্থী অসিত কুমার মাল। তারপরেই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ভোটের ফল প্রকাশ পরবর্তী হিংসা শুরু হয়েছে। কোথাও বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও জল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও বিরোধীদের মারধর করার অভিযোগ উঠছে।
পাঁড়ুইয়ের সালন গ্রামে দেখা গেল অন্য দৃশ্য। তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে বোমা বেঁধে ছুঁড়ে বোমা ফাটানো হচ্ছে। সবুজ আবির মেখে বোমা বাঁধছেন দুই যুবক। সেই বোমা গ্রামের মাঠে ছুঁড়ে ফাটানো হচ্ছে। এমনকি, ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল বীরভূম জেলা কমিটি লেখা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে পোস্টার। এমনই একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। যদিও, ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্থান সমাচার।ভিডিওটি কারা বানিয়েছে, কারা বোমা বাঁধছিল? দুষ্কৃতিদের চিহ্নত করতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বীরভূম জেলা পুলিশ।

াঙ্গন

গার্লস ক্রিকেটে প্রাচ্য ভারতীর বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত জয় আসাম রাইফেলস স্কুলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে আসাম রাইফেলসপাবলিক স্কুল। তাও ৯০ রানের বিশাল ব্যবধানে প্রাচ্য ভারতী স্কুল কে হারিয়ে। খেলা সদর আন্তঃ স্কুল গার্লস টি২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। আসাম রাইফেলসপাবলিক স্কুল টানা জয়ের মধ্যে থেকে সেমিফাইনালে খেলা আগেই নিশ্চিত করে নিয়েছে।

এর পরও আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের ইচ্ছে রয়েছে প্রথমত, লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্বে পৌঁছে অপরাজেয়র ধারা অক্ষুন্ন রাখতে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকালে প্রায় ৪৫ মিনিট পর খেলা শুরু হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১৫ করা হয়েছিল।

টস জিতে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ১৫ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান সংগ্রহ করে দলের পক্ষে দলনেত্রী সুস্মিতা বসাকের ৫০ রান, স্নেহা দেবের ২৬ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। সুস্মিতা ৫৪ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫০ রানে অপরাজিত থাকে।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে প্রাচ্য ভারতী স্কুল দল ৬ উইকেট হারিয়ে ৩৫ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ১৫ ওভার শেষ হয়ে যায়। দলের পক্ষে অনিশা সেন সর্বাধিক সাত রান পায়। আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের সুস্মিতা বসাক ২ রানে তিনটি উইকেট দখল করে। এছাড়া, ক্রিস্টিনা রেমা এক রানে দুটি উইকেট এবং রাজেশ্বরী দাস একটি উইকেট পায়। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে সুস্মিতা বসাক পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে বড়দোয়ালিকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির। হারিয়েছে বড়দোয়ালী স্কুল দলকে। নয় উইকেটের বিশাল ব্যবধানে।এই জয়ের সুবাদে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির সেমিফাইনালে খেলার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়েছে। প্রথম ম্যাচে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের কাছে ২৫ রানে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় কে ৮ উইকেটে পরাজিত করেছিল। তৃতীয় ম্যাচটি ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় পয়েন্টের ভাগ পেয়েছিল।

শনিবার দুপুরে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বড়দোয়ালী স্কুল দল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত কুড়ি ওপারে ২ উইকেট হারিয়ে ৮৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সায়ন্তিকা নমঃ দাস সর্বাধিক ২৪ রান পায়। প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দিরের স্নেহা দত্ত দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির ১২.৪ ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে অস্মিতা রায় পাঁচটি বাউন্ডারি মেরে ৩৪ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

এছাড়া, অবিজ্ঞা বর্ধন ২৬ রান পেয়েছে।

ত্রিপুরা বডিবিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস অ্যাসো-র উদ্যোগে শহরে এন্টি ড্রাগ রেলি অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এন্টি ড্রাগ রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সংস্থার এই সমাজ সেবামূলক আয়োজন।

শনিবার বিকেলে আগরতলা শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই বিশাল রেলি। শিরোনাম এন্টি ড্রাগ রেলি। ট্যাগলাইন - নেশা মুক্ত হোন, যুক্ত হোন ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রিতে।

ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এই এন্টি ড্রাগ রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শহরের সিটি সেন্টারের সম্মুখ প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন রাজপথ অতিক্রম করে রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে এসে তা শেষ হয়েছে। রেলির ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানে সিনিয়র গাইনোকোলজিস্ট ডাঃ জে এল বৈদ্য, সংস্থার এডভাইজর তথা সিনিয়র স্পোর্টস জার্নালিস্ট সরযূ চক্রবর্তী প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। ভাতৃ-প্রতিম সমস্ত সংস্থার পাশাপাশি এনজিও, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় চার শতাধিক অ্যাথলেট এবং শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ এই রেলিতে শামিল হয়েছেন।

বিভিন্ন জিম ও সংগঠনের সদস্য-সদস্যাদের পাশাপাশি রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার পক্ষে কিশলয় ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রেলির শেষ পর্যায়ে ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জিম পরিচালকদের হাতে অনুমোদন পত্র তথা প্রশংসাপত্র তুলে দেন।

সবশেষে সংস্থার রাজ্য সভাপতি তথা আন্তর্জাতিক জাজ তনয় দাস অতিথিবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ক্রীড়া মন্ত্রীর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ ফোরামের মুখ্য উপদেষ্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিভিন্ন ইভেন্টের খেলাধুলার মধ্য দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে বিগত বেশ কিছুদিন আগেই গঠন হয়েছে ইন্দু বাংলা স্পোর্টস ফ্রেন্ডসশিপ ফোরাম।

দুই দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই ফোরাম খেলাধুলার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে।

ফোরামের মুখ্য উপদেষ্টা হলেন বাংলাদেশের আসিকু রহমান মিকু। দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ খেলাধুলার আয়োজন নিয়ে এবার রাজ্যে এলেন ফোরামের উপদেষ্টা।

রাজ্যে এসেই তিনি শনিবার রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়ের সাথে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হলেন। সাক্ষাৎকালে ফোরামের সদস্যরা দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ খেলাধুলার আয়োজন নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় ফোরামের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে দুই দেশের মধ্যে খেলাধুলার আয়োজনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন।

জাতীয় আসরের জন্য রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে দল গঠন শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি কিংবা শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অনূর্ধ ১৭ বালক ও বালিকাদের জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। জাতীয় স্তরের এই ফুটবল টুর্নামেন্টে বিগত দিনের মতো এবারো অংশ নেবে ত্রিপুরা। সেই লক্ষ্যে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবার শুরু হলো দুই বিভাগে রাজ্য দল গঠনের প্রক্রিয়া। শনিবার এমনটাই দেখা গেল আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে এদিন থেকে শুরু হলো দুদিনের দল গঠন শিবির। উন্মুক্ত এই শিবিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফুটবলাররা অংশ নেন। এই নির্বাচনী শিবির থেকে ছেলেদের বিভাগে ৩০ জন এবং মেয়েদের বিভাগে ৩০ থেকে ৩৫ জনকে প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হবে। এই ফুটবলারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। আর এই শিবির থেকেই গঠন করা হবে ২০ থেকে ২২ জনের রাজ্য দল। শনিবারের উন্মুক্ত ট্রায়াল ক্যাম্পে ছেলেদের বিভাগে ৯০ জন এবং মেয়েদের বিভাগে ৩৫ জন অংশ নেন। আগামীকালকেও যদি নতুন করে এই শিবিরে কোন ফুটবলার অংশ নিতে চায়, তাদের সুযোগ দেওয়া হবে। এমনটাই জানালেন প্রশিক্ষক শ্রী সিনহা।

বিলোনিয়ায় মহিলা টি-২০ ক্রিকেটে সোনাপুরকে হারালো বরপাথারি স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলো বরপাথারি স্কুল। বিলোনিয়াতে চলতি সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে শনিবার বিদ্যাপিঠ মাঠে সোনাপুর স্কুল মুখোমুখি হয় বড়পাথারি স্কুলের। ম্যাচে বরপাথারি স্কুল ৫ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো সোনাপুর স্কুলকে। প্রথমে ব্যাট করে সোনাপুর স্কুল ১০ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৫৬ রান। ব্যাটে এঞ্জেল পাল সর্বাধিক ২৮ রান করে। অতিরিক্ত ভরসা যোগায় ২২ রানের।

বলে বরপাথারি স্কুলের হয়ে ২টি করে উইকেট নেয় সোমা ত্রিপুরা ও সুমি চক্রবর্তীরা। পাল্টা খেলতে নেমে বরপাথারি স্কুল দল ৮.৫ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের হয়ে পলি রানী মল্লিক ১০ রান করে। এছাড়া অতিরিক্ত দেয় ২২ রানের ভরসা। সুবাদে অনায়াসেই জয় হাসিল করে নেয় বরপাথারি স্কুল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

হরিয়ানা সরকারের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাজ্যের বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা অনিল ভিজের সাথে দিল্লির বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ মিলিত হন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

গৃহস্থের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন: রাতের আঁধারে হাত সাফাই করল চোরের দল। গতকাল গভীর রাতে এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত এমএলএ পাড়ার এলাকায় গৃহস্থের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত এমএলএ পাড়ার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বর্ধনের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল গভীর রাতে বৃষ্টির মধ্যে একটি সাব মার্সেনাল পাম্প, পাম্পের পাইপ সহ ট্রাক্টরের যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে যায়। আজ সকালে বাড়ির মালিকের নজরে চুরি যাওয়া বিষয়টি আসে। সাথে সাথে এয়ারপোর্ট থানায় খবর পাঠিয়েছেন।

বাড়ির মালিক বিশ্বজিৎ বর্ধন বলেন, ওই এলাকায় চোরের গ্রুপ রয়েছে যারা চুরি কান্ড সংগঠিত করছেন। তাদের শনাক্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

মণিপুরে ফের হিংসা, খুন অগ্নিসংযোগ উত্তপ্ত জিরিবাম ত্রাণ শিবিরে দুই শতাধিক

ইমফল, ৮ জুন (হি.স.) : মণিপুরে ফের হিংসা। জিরিবামের মংবুংখুল গ্রামের ৫৯ বছর বয়সি জনৈক সইবাম শরৎকুমার সিং নামের ব্যক্তির সশস্ত্র জঙ্গিদের হাতে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে জিরিবাম জেলা সদরে জিরি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ত্রাণ শিবিরে লামতাই খুনউ, দিবং খুনউ, নুনখাল, বেগরা এবং মংবুংখুল গ্রামের ২০০ জনের বেশি মেইতেই জনগোষ্ঠীয় পুরুষ-মহিলা সহ শিশুদের স্থানান্তর করা হয়েছে। এদিকে ত্রাণ শিবিরের আশ্রিতদের ঘরবাড়ি সন্দেহভাজন জঙ্গিরা পুড়িয়ে দিয়েছে।

আজ শনিবার সরকারিভাবে এ খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, জিরিবাম শহর থেকে ৩০ কিলোমিটারের বেশি দূরবর্তী ওই গ্রামগুলিতে রাজ্য পুলিশ কমান্ডো সহ আরও নিরাপত্তা কর্মী পাঠানো হয়েছে।

রাজ্য পুলিশের জনৈক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, জাতিগত হিংসাজর্জর মণিপুরের জিরিবাম জেলার অন্তর্গত মংবুংখুল গ্রামের মেইতেই জনগোষ্ঠীয় ৫৯ বছর বয়সি জনৈক সইবাম শরৎকুমার সিং নামের ব্যক্তি বৃহস্পিতবার বিকালে তাঁর খামারে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পরেরদিন গতকাল শুক্রবার সকালে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ধারণা করা হচ্ছে, শরৎকুমার সিংকে নৃশংসভাবে খুন করেছে সন্দেহভাজন জঙ্গি দল।

পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা প্রতিশোধ নিতে একটি পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। কেবল তা-ই নয়, নির্বাচনের আগে যে সব লাইসেন্সকৃত আগ্নেয়াস্ত্র পুলিশ নিয়েছিল, সেগুলি ফিরিয়ে দিতে স্থানীয়রা জিরিবাম থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

অফিসার জানান, মেইতেই, নাগা, কুকি, মুসলিম এবং অ-মণিপুরিদের সমন্বয়ে একটি বৈচিত্র্যময় জেলা জিরিবাম। সেখানে আচমকা এভাবে হিংসা ছড়ানোর ঘটনা উদ্বেগের বিষয়। মণিপুরের হিংসাজর্জর জিরিবামের একটি পুলিশ ফাঁড়ি এবং নাগরিকদের বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে জঙ্গিদল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আজ শনিবার ইমফল থেকে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার ভোররাতে সশস্ত্র জঙ্গিরা জিরিমুখ পুলিশ ফাঁড়ি, জিরিমুখ ফরেস্ট বিট এবং বরাক নদীর তীরবর্তী ছোটবেকরা পুলিশ চেক পোস্ট সহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া, লামতাইখুনউ, লুকোইপুং, নারায়ণপুর এবং বুংতাংখাল এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে জঙ্গিরা।

ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে, জানিয়েছে সরকারি সূত্র।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, জিরিবামের মংবুংখুল গ্রামের ৫৯ বছর বয়সি জনৈক সইবাম শরৎকুমার সিং নামের ব্যক্তির সশস্ত্র জঙ্গিদের হাতে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

কল্যাণপুরে আবারো বাইক চুরি বাড়ছে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন: সপ্তাহ অতিক্রম হতে না হতে কল্যাণপুর থেকে দু দুটি বাইক চুরির ঘটনা সামনে এলো।

স্বাভাবিকভাবেই ক্রমবর্ধমান বাইক ছড়িয়ে নিয়ে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় সাধারণ মানুষ। চলতি মাসের ৫ তারিখ এক বাইক চুরির রেশ কাটতে না কাটতেই , আবারো কল্যাণপুরের আনন্দমেলা প্রাঙ্গণ থেকেই চুরি হলো আরেকটা বাইক।

জানা গেছে খোয়াইয়ের জনৈক যুবক দীপন কুমার দে উনার টি আর জিরো ওয়ান সি ৫৯৯০ নম্বরের পালসার বাইক নিয়ে কল্যাণপুরের আনন্দমেলা উপভোগ করতে আসেন, তবে যথারীতি মেলা আনন্দ উপভোগ করার পর কিছুক্ষণ পর দীপন দেখতে পায় ওনার বাইক নেই অর্থাৎ বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে বাইকটা চুরি হয়ে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে যায় খোয়াই এর যুবক। তবে পরপর বাইক চুরির পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিকভাবে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে আঙ্গুল উঠছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করায় কৃতি ছাত্রকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন: ধর্মনগর নর্থ পয়েন্ট টুয়েল ক্লাস স্কুলের ছাত্র ঋষভ চন্দ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করায় কৃতি ছাত্রকে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে কৃতি সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

কৃতি সংবর্ধনা জ্ঞাপন কালে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রিজিওনাল ম্যানেজার প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী , মারকেটিং ম্যানেজার অনুপম দেব নর্থ, ধর্মনগর রাজবাড়ী গ্রামীন ব্যাঙ্ক শাখার ম্যানেজার পঙ্কজ মালাকার। তাছাড়া, উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শশাঙ্ক শেখর দাস। নর্থ পয়েন্ট টুয়েল ক্লাস স্কুল এর ট্রাস্ট এর পক্ষে উপস্থিত ছিলে ভাইস চেয়ারম্যান দেবব্রত চক্রবর্তী , সেক্রেটারি দেবময় ভট্টাচার্য ,কোষাধ্যক্ষ রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় , একাডেমিক ডাইরেক্টর দীপঙ্কর গুপ্ত।এছাড়াও বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারী সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ শশাঙ্ক শেখর দাস ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আগত অতিথিদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং বিদ্যালয়ের কৃতি সন্তান ঋষভ চন্দকে অভিনন্দন জানান, তৎসঙ্গে বিদ্যালয়ের সার্বিক সাফল্য এবং বিগত দিনে এই বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র-ছাত্রী এবং যারা বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম দশে স্থান করেছে তাদের প্রশঙ তুলে ধরেন। এরপর ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষে রেজিওনাল ম্যানেজার প্রসেনজিত চক্রবর্তী তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তাদের এরূপ উদ্যোগের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন।

তিনি আরো বলেন উত্তর, ঊনকোটি ও ধোলাই সহ এই তিনটি জেলার মধ্যে একমাত্র ঋষভ চন্দ প্রথম দশে স্থান করে নেওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ঋষভ চন্দকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য তারা এগিয়ে এসেছেন। তারা ঋষভ চন্দের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন এবং ঋষভ চন্দের চলার পথ যেন আরো মসৃণ হয় এবং সে যেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রিজওনাল ম্যানেজার ঋষভ চন্দ্রের সামনে অনেক দিক নির্দেশক অভিমত তুলে ধরেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখেন মার্কেটিং ম্যানেজার অনুপম দেব।

বিদ্যালয়ের সম্পাদক দেবময় ভট্টাচার্য সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ঋষভ চন্দের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন এবং বিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ রাহুল বন্দোপাধ্যায় তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে ঋষভ চন্দকে অভিনন্দন জানান। উপস্থিত সকলেই ঋষভ চন্দকে অভিনন্দনের পাশাপাশি উপস্থিত ঋষভ চন্দের বাবা রামানুজ চন্দ এবং মা শিল্পী চন্দকেও তাদের এই কৃতি সন্তানের অবদানের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

জঙ্গল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ

নাগরাকাটা, ৮ জুন (হি.স.) : শিলিগুড়ির লক্ষীপাড়া চা বাগানের জঙ্গলে গোরু খুঁজতে গিয়ে শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন এক ব্যক্তি। অবশেষে শনিবার দুপুরে উদ্ধার হল তাঁর মৃতদেহ। স্থানীয়দের অনুমান হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।বনদফতর সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম কেলভিন ওরাওঁ। বয়স প্রায় ৬০ বছর। বাড়ি ডায়না বস্তিতে। মৃতের নাতি বিকি ওরাওঁ বলেন, 'দাদু গোরু আনতে জঙ্গলে যান। গোরু বাড়ি ফিরে এলেও তিনি ফেরেন নি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান মেলেনি তাঁর। অবশেষে শনিবার এলাকার এক বাসিন্দা জঙ্গলে তাঁকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।'

লক্ষীপাড়া চা বাগানের মকাইবাড়ি ডিভিশনের জঙ্গলটি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বাসিন্দাদের কাছে আতঙ্কের কারণ। এর আগেও এই জঙ্গল নিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ বাধে ডায়না বস্তি,দেব পাড়া,আপার কলাবাড়ির মত লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের। জঙ্গল পরিষ্কার করা নিয়ে বহুবার বাগান কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই জঙ্গলটি হাতির ডেরায় পরিণত হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে বিন্নাগুড়ির রেঞ্জার ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস বলেন, 'হাতির আক্রমণে সম্ভবত ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নিয়ম মোতাবেক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।'

আলু ও পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির লাগাম টানতে অভিযানে সদর এনফোর্সমেন্ট টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন: বাজারে আলু ও পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির লাগাম টানতে অভিযানে নেমেছে সদর এনফোর্সমেন্ট টিম। আজ আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজার অভিযান চালিয়ে ব্যাপক অনিয়ম প্রত্যক্ষ করে প্রশাসনিক টিম। বৈধ কাগজ না থাকায় একটি দোকানের মালিককে শোকশ নোটিশ দেওয়া হবে।

আজকের অভিযান ডেপুটি ডাইরেক্টর ফুড ডিপার্টমেন্ট স্বপন দেববর্মা , ফুড কন্টোল অনিরুদ্ধ ধর চৌধুরী চিফ ইন্সপেক্টর শর্মিষ্ঠা দাস দেবজ্যোতি চক্রবর্তী ইন্সপেক্টর ফুড কিষাণ সাহা।

ডেপুটি ডাইরেক্টর ফুড ডিপার্টমেন্ট স্বপন দেববর্মা জানিয়েছেন, বেশ কিছু যাবৎ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে আলু ও পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যা সাধারন মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। আজ বাজারে পেঁয়াজের মূল্য যাচাই করতে অভিযান শুরু করেন তাঁরা। এইদিন বাজারে গিয়ে লক্ষ্য করেন বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে পেঁয়াজ মজুত রয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, একটি দোকানের মালিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি পেয়াঁজের ক্রয় বা বিক্রয়ের বৈধ কাগজ দেখাতে পারেন নি। বৈধ কাগজ না থাকায় সোমবার শোকজ নোটিশ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

বৃদ্ধার গলার চেইন ছিনতাই, নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

আগরতলা, ৮ জুন: রাতের শহর আগরতলায় বৃদ্ধার গলা থেকে হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় জনমনে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কারণ, শুধু রাতে নয়, দিনের আলোয় ত্রিপুরা এখন নিরাপদ নয়। সম্প্রতি প্রকাশ্য দিবালোকে রাজ্যের একাধিক জায়গায় ছিনতাইয়ের ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে জয়নগর ৪ নম্বর থেকে সন্ধ্যা রানী সূত্রধর নাতিনকে গৃহ শিক্ষকের বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন তিনি। তার পেছন থেকে বাইকে করে একটি যুবক গলা থেকে সোনার চেইন জোরপূর্বক নিয়ে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে ওই বৃদ্ধা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। কিন্তু, ততক্ষণে ঘটনাস্থল থেকে ছিনতাইকারী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তী সময়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সন্ধ্যা রানী সূত্রধর। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু, ছিনতাইকারিকে জালে তোলা সম্ভব হয়নি।

দুর্গাপুরে ১০ ওয়ার্ডে পিছিয়ে তৃণমূল, লোকসভার পর পুরসভা দখলে মরিয়া ঘাস, পদ্ম, বাম শিবির

দুর্গাপুর, ৮ জুন (হি. স.) : রাজ্য জুড়ে ঘাসফুলের ঝড় থাকলেও, শিল্পশহরে বয়ছে গেরুয়া হাওয়া। লোকসভায় দুর্গাপুরে দুই বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে ব্যাবধান কমলেও, প্রায় সব ওয়ার্ডেই এগিয়ে বিজেপি। পুরসভার ৪৩ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৩ টি ওয়ার্ডে তৃণমূল থেকে মুখ ফিরিয়েছে শহরবাসী। হাতে গোনা ১০ ওয়ার্ডে এগিয়ে আছে ঘাসফুল। আর তাতেই অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল তৃণমূল। পুরভোট হলেই কি তৃণমূলের হাতছাড়া হবে দুর্গাপুর? কার্যত সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে শিল্পশহরের রাজনৈতিকমহলে। বিজেপির দাবী, সুষ্ঠ নির্বাচন হলেই দখলে থাকবে দূর্গাপুর। তবে দুর্গাপুরের বেশীরভাগ ওয়ার্ডে পিছিয়ে থাকাকে অন্তর্ঘাত মানতে নারাজ নব নির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ।

প্রসঙ্গত, গত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি ৪৯,৫১১ ভোটের এগিয়ে ছিল। দুর্গাপুর পূর্বে ২৬,৫৯১ ভোটে এগিয়ে ছিল। ওয়ার্ড ভিত্তিক ফলাফলে শহরে ৪৩ টি ওয়ার্ডের মধ্যে হাতে গোনা দুটি ওয়ার্ডে এগিয়েছিল তৃণমূল। ২০২৪ লোকসভা ভোটে বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে গতবারের চেয়ে ব্যবধান অনেকটাই কমেছে।

পুর এলাকার ৪৩টি ওয়ার্ড থেকে মোট ১৩,০৫৪ ভোটে এগিয়ে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্য জুড়ে যখন ঘাসফুলের ঝড় সেই সময় দুর্গাপুরে পদ্মফুলের হাওয়া বইছে। দুর্গাপুর এলাকার মানুষ তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পুরসভার ৪৩ টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র ১০ টি ওয়ার্ডে লিড পেয়েছে তৃণমূল। বাকি ৩৩ টি ওয়ার্ডে লিড পেয়েছে বিজেপি। এই ফল অস্বস্তিতে ফেলেছে তৃণমূল নেতৃত্বকে। পুরভোটে ক্ষমতা ধরে রাখতে তৃণমূলকে অন্তত ২২টি ওয়ার্ডে জয় পেতে হবে।

দুর্গাপুরে দুটি বিধানসভা কেন্দ্র। একটি পূর্ব ও আর একটি পশ্চিম। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার মধ্যে রয়েছে ২৭টি এবং দুর্গাপুর পূর্বের মধ্যে রয়েছে শহরের বাকি ১৬টি ওয়ার্ড। পূর্ব কেন্দ্র থেকে ১ হাজার ৬৯৩ ভোটে তৃণমূল লিড পেয়েছে। কিন্তু, ১১ হাজার ৬৮২ ভোটে তৃণমূল হেরেছে পশ্চিম কেন্দ্র থেকে। দুর্গাপুর এলাকায় বিজেপি পেয়েছে ৪৫.২৩ শতাংশ ভোট। তৃণমূল পেয়েছে ৪১.৪৫ শতাংশ ভোট। বামেদের ঝুলিতে পড়েছে ৯.৯৬ শতাংশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দুর্গাপুর পশ্চিমের ২৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল এগিয়ে রয়েছে মাত্র ৬টিতে (১২, ১৪, ৩১, ৩৪, ৩৫ ও ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে)। এর মধ্যে ১২ নম্বর ওয়ার্ডে সর্বোচ্চ ১,৯৬৯ এবং ৩৪ নম্বরে সর্বনিম্ন ৪৩ ভোটের 'লিড' পেয়েছে তৃণমূল। দুর্গাপুর পূর্বের ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল এগিয়ে মাত্র ৪টিতে (১, ২, ২৩ ও ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে)। এর মধ্যে ১ নম্বর ওয়ার্ডে সর্বোচ্চ ১,৭৯৮ এবং ২৫ নম্বরে সর্বনিম্ন ৩৯১ ভোটের 'লিড' রয়েছে। বর্তমান পুরসভার মুখ্য প্রশাসক অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়ের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে ১৩৫১ ভোটে লিড পেয়েছে বিজেপি। সহকারি প্রশাসক অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে লিড পেয়েছে বিজেপি। প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য ধর্মেন্দ্র যাদবের ওয়ার্ডে ১৮৯২ ভোটে লিড পেয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে প্রশাসক মন্ডলীর দুই সদস্য রাখি তিওয়ারি ও দীপঙ্কর লাহা নিজেদের ওয়ার্ড থেকে দলকে লিড দিতে সমর্থ হয়েছেন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি হবে তা অতিবড় তৃণমূল কর্মী ও নেতারা বুঝতে পারেননি। মাত্র ১২ টি আসনে আটকে গেছে বিজেপি। তৃণমূল পেয়েছে ২৯ টি আসন। কার্যত তৃণমূলের ঝড় বলাই চলে। এই অবস্থায় দুর্গাপুরে বিপরিত ছবি কেন? কী কারণে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তা জানার জন্য এখনও কাটাছেড়া শুরু করেননি তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে দ্রুত পরাজয়ের কারণ খোঁজা শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। কারণ আগামী আগষ্ট মাসে পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, দুর্গাপুর পুরসভার বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে ২০২২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। পর দিন থেকে পুরসভার দায়িত্ব গিয়েছে ৫ সদস্যের প্রশাসকমণ্ডলীর হাতে। তার পরে কেটে গিয়েছে প্রায় ১ বছর ৯ মাস। এখনও নির্বাচন ঘোষণা হয়নি। দ্রুত পুরভোটের দাবিতে বিরোধীরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করেছে। কিন্তু দুর্গাপুরের পুরভোট নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। জল্পনা তৈরি হয়েছিল, লোকসভা ভোট না মিটলে এই পুরভোট হবে না। বিরোধীদের অভিযোগ, ২০১৭ সালে চরম সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে ৪৩টি ওয়ার্ড দখল করেছিল তৃণমূল। যদিও তৃণমূল তা মানতে নারাজ। কিন্তু বিরোধীদের দাবি, ২০১৭ সালে পুরভোটের সন্ত্রাস মাথায় রেখেই তৃণমূলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে শহর। এখানেই প্রশ্ন, তাহলে অন্তর্ঘাত তৃণমূলের অন্দরে? যদিও অন্তর্ঘাত মানতে নারাজ নবনির্বাচিত সাংসদ কীর্তি আজাদ।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক যুবকের

বারাকপুর, ৮ জুন (হি.স.) : শুক্রবার গভীর রাতে বারাকপুরে গান্ধী ঘাটের কাছে ঘটে গেল মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনা। মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম ইন্দ্রজিৎ দে (২৫)। তিনি খড়দহের আদর্শ পল্লীর বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, গতকাল রাত ১টা নাগাদ বাইকে করে বারাকপুর থেকে খড়দহে ফিরছিলেন তিনি। মনে করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতির জেরে বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারান তিনি। এরপরই ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে বাইকটি। ঘটনায় গুরুতর জখম হন ইন্দ্রজিৎ। তড়িঘড়ি তাঁকে বারাকপুর বিএন বসু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কালীঘাটের বৈঠকে সংসদীয় কমিটি সাজালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.) : শনিবার কালীঘাটে জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক থেকে সংসদীয় কমিটি সাজিয়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।সংসদে তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ পদে আগের জায়গায় থাকছেন বর্ষীয়ান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও ব্রায়েন। সুদীপ লোকসভার দলনেতা এবং ডেরেক রাজ্যসভার দলনেতাই থাকছেন। লোকসভার উপ দলনেতা অর্থাৎ ডেপুটি লিডার বারাসতের পুনর্নির্বাচিত সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। রাজ্যসভায় ডেপুটি লিডারের দায়িত্ব সামলাবেন সাগরিকা ঘোষ। এছাড়া সংসদের দুই কক্ষে মুখ্য সচেতকদের নামও ঘোষণা করেছেন দলনেত্রী।এদিন কালীঘাটে জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পর তাঁদের সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তৃণমূল নেত্রী। নবীন-প্রবীণ নিয়ে এই সংসদীয় কমিটি গঠন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় সকলকেই কোনও না কোনও দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। সুদীপ, কল্যাণ, ডেরেক — এঁরা সংসদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন আগেও। এবার নতুন দায়িত্ব দেওয়া হল সাগরিকা ঘোষ, কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে। সেখান থেকে এসব নাম ঘোষণার পাশাপাশি সংসদের রণকৌশলও ঠিক করে দেন তিনি। জানান, "আমরা বসে থাকার জন্য সংসদে যাচ্ছি না।আমরা সিএএ,এনআরসি বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হব। নিজেদের বকেয়া মেটানোর দাবি তুলব। তা মেটাতেই হবে।"

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "বাংলার যা যা পাওনা আছে সেগুলো আমরা চাই আগে দিয়ে দেওয়া হোক। আমাদের এবার শক্তি অনেক বেশি। এক, ডেরেক, দোলা, নাদিম, সাগরিকা যাবে হরিয়ানায় কিশানদের সঙ্গে দেখা করবে। তাঁদের ডেইলি ওয়েজ নিয়ে দাবি তুলবে। দুই, শেয়ার এত বেড়ে গেল কী করে? নিশ্চয়ই কিছু ডাল মে কালা। ভোটের দিন, ফলের দিন যা যা হয়েছে, এটা বড় স্ক্যাম। তদন্ত করতে হবে। আমরা দাবি তুলছি।"

তিন কুখ্যাত চোর পুলিশের জালে

আগরতলা, ৮ জুন: আবারো আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার তিন কুখ্যাত চোর।

পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি পরিতোষ দাস জানিয়েছেন, গত পাঁচ জুন আগরতলা লায়েন্স ক্লাবের সামনে এক বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে দেবিদত্ত বোস নামে এক মহিলা ব্যাগ রেখে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে গাছ লাগাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় সেখান থেকে ওই মহিলার ব্যাগ চোরের দল চুরি করে নিয়ে যায়। পরে ওই মহিলা আগরতলা পশ্চিম থানায় লিখিত আকারে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। মহিলার এই অভিযোগ মূলে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬ ধারায় একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে।

অবশেষে শনিবার বামুটিয়া এলাকার রুবেল সরকার, জিবি চানমারি এলাকার প্রীতম দাস এবং কুমারঘাট রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকার স্বপন দেবনাথকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশের জোর জিজ্ঞাসাবাদে তিন অভিযুক্ত ঘটনার স্বীকার করেছে। এই চুরি কান্ডে আরো বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছে।

তাছাড়া, পুলিশ তাদের কাছ থেকে নগদ ৫৯৭০ টাকা, হাত ঘড়ি, এটিএম কার্ড সহ আরো বেশ কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার ধৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হবে। পুলিশের কাছে ধৃতরা স্বীকারোক্তি দিয়েছে তারা প্রতিনিয়তই মরণব্যাধি নেশা সেবন করে থাকে এবং প্রায় প্রতিনিয়তই নেশার টাকা জোগাড় করতে এই ধরনের চুরি কান্ড সংঘটিত করে গোটা শহর জুড়ে।

পুর নিগমের কর্মচারীদের তরফে সংবর্ধিত হলেন বিধায়ক দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।